NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রথ, রথযাত্রা এবং জগন্নাথদেবের ৫৬ ভোগ

বর্ষার শুরুতেই ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি জেলায় ৬

কলকাতা ৭ জুলাই ২০২৪ ২২ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.7.2024, Vol.18, Issue No. 28 8 Pages, Price 3.00

লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

প্রতিবারের মতো ভাসছে অসম

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অসমে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫২। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যায় ২৪ লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বলে জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের পরিস্থিতিও শোচনীয়। উদ্যানের অন্তত ৭০ শতাংশ জমি জলের তলায়। আতঙ্কে উদ্যান ছেড়ে পালাচ্ছে পশুরা। সরকারি হিসাব বলছে, কাজিরাঙায় চলতি মরশুমে গন্ডার, হরিণ-সহ ৭৭টি পশুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত ৬২টি হগ ডিয়ার (পারা হরিণ)।

সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, অসমের ৩৫টি জেলার মধ্যে ৩০টি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি গুরুতর আকার নিয়েছে। গত এক মাস ধরে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র-সহ একাধিক বড় নদীর জল বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নষ্ট হয়েছে অনেক ফসল। অসমের বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম ধুবড়ি, ডারাং, কছাড়, বরপেটা এবং মরিগাঁও। এখনও পর্যন্ত ৪৭ হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করে ত্রাণশিবিরে পাঠানো গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। তবে এখনও হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া।

রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলিও গত ন'দিন ধরে জলের তলায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ডিব্রুগড়ে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে পরিস্থিতির তত্ত্বাবধানের জন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ক্ষতির মোকাবিলা করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মানুষের সমস্যার কথা শুনে সকলে মিলে তার সমাধানের চেষ্টা করছি।'

এদিকে, উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি-কোচবিহার। একাধিক এলাকা জলের তলায়। পাশাপাশি তিস্তা ও জলঢাকা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচদপ্তর। যা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন বাসিন্দারা।

পাহাড় এবং সমতলে এক সঙ্গে চলছে টানা বৃষ্টি। ফলে, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার; তিন জেলার সব নদী-ই কানায় কানায় ভর্তি। ভরা নদীর পার ভাঙতে শুরু করেছে। যদিও বাঁধের ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও নেই। সেচ দপ্তরের আশঙ্কা, নদীতে জল বাড়তে থাকলে, বাঁধের ক্ষতি হতে পারে। বৃষ্টির নিরিখে উত্তরবঙ্গের উত্তর অংশে 'লাল সতর্কতা' জারি রয়েছে।

নিট-ইউজির স্থগিত হল কাউন্সেলিং

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: ২০২৪ সালের সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজির কাউন্সেলিং পিছিয়ে দেওয়া হল। আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র তরফে এর আগে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়েছিল শনিবার (৬ জুলাই) থেকে নিট-ইউজির কাউন্সেলিং শুরু হবে। কিন্তু শনিবার তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

২৩ জুলাই পেশ পূর্ণাঙ্গ বাজেট

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। ২৩ জুলাই সংসদে পড়া হবে বাজেট। তার এক দিন আগে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। শনিবার ঘোষণা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। নরেন্দ্র মোদি তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম বার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছেন নির্মলা। এর আগে মোদি সরকারের দুই দফায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বিজেপির। এ বার তা নেই। সেই কারণে, মনে করা হচ্ছে এই বাজেটের উপর বিশেষ নজর থাকবে নাগরিক থেকে বিরোধী; সকলের।

শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন রিজিজু। সেখানে জানিয়েছেন, ২২ জুলাই সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে ১২ অগস্ট পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অধিবেশন ডাকার সুপারিশে ছাড়পত্র দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট ২৩ জুলাই পেশ করা হবে সংসদে। এই নিয়ে টানা সাত বার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসাবে নির্মলা বাজেট পেশ করতে চলেছেন। এ দেশে প্রথম।

ভিডিওবার্তায় শোকপ্রকাশ ভোলে বাবা'র

লখনউ, ৬ জুলাই: হাথরাসে ধর্মগুরু সুরজপাল সিং ওরফে ভোলে বাবার 'সৎসঙ্গে' পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে প্রকাশ্যে এলেন সেই ভোলে বাবা। দু'মিনিটের একটি ভিডিওর মাধ্যমে বার্তা দিলেন তিনি। জানালেন, সে দিনের ঘটনায় তিনি গভীর ভাবে ব্যথিত। ২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োতে তাঁকে হাথরসকাণ্ড নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে শোনা গিয়েছে। ভোলে বাবা বলেছেন, '২ জুলাই যা ঘটেছে, তার পর আমি গভীর ভাবে ব্যথিত। প্রভু আমাদের এই কঠিন পরিস্থিতি পেরিয়ে যাওয়ার শক্তি দিন। প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে হবে। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন, যাঁরা প্রকৃত দোষী, তাঁদের শাস্তি হবে। আমি আমার উকিল এপি সিংয়ের মাধ্যমে মৃতদের পরিবার এবং আহতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করেছি।' এদিকে, নজফগড়ে দিল্লি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন উত্তরপ্রদেশের হাথরসে পদপিষ্টের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দেবপ্রকাশ মধুকর। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার আত্মসমর্পণ করেছেন হাথরাসকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত। তাঁকে ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবারই তাঁকে আদালতে হাজারি করানো হয়েছিল। ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আত্মসমর্পণ মধুকরের

কুলগামে শহিদ এক জওয়ান

শ্রীনগর, ৬ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই। হত ১ সেনা জওয়ান ও ৪ জন জঙ্গি। শনিবার সকাল থেকেই জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। শনিবার কাশ্মীর পুলিশের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে তেমনটাই জানানো হয়েছে। কুলগাম জেলার মদেরগাম গ্রামে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে যৌথ অভিযান শুরু করেছিল সিআরপিএফ জওয়ান এবং স্থানীয় পুলিশ। গ্রামে সেনা এবং পুলিশ আধিকারিকেরা ঢোকার পর শুরু হয় গুলির লড়াই। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তল্লাশি অভিযান শুরুর পরেই গ্রামে লুকিয়ে থাকা অন্তত দু'-তিন জন জঙ্গি গা ঢাকা দেয়। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলার সময় ১ সেনা জওয়ান ও ৪ জঙ্গি গুরুতর জখম হন। পরে তাঁদের মৃত্যু হয়।

নিকেশ ৪ জঙ্গি

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭৮ নং এফিডেভিট বলে Joti Prakash Mondal S/o. Mantu Mondal ও Jyoti Prakash Mondal S/o. M. Mondal, Mantu Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২০২৪ S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rani Das D/o. Rajesh Das সাকিম বাসুদেবপুর, আঠারোবিঘা, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, পঃ বঃ নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arifa Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) ইলা দাস, পিতা - শম্ভুনাথ ঘোষ, সাং - ৩৪৫, ২৬ স্ট্রীট, হাউস্টন, টেক্সাস, ৭৭০০৮, ইউ. এস. এ; **২) রেনুকা ঘোষ,** পিতা - শম্ভুনাথ ঘোষ, সাং - ফার্ম সাইড রোড, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০২, আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ২১৭০/২০২৩) আমার মক্কেল **বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ** পিতা - ˚ শম্ভুনাথ ঘোষ, সাং - ৮৭/৪৯, অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড, পোঃ - নোয়াপাড়া, থানা - বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৯০ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **˚শম্ভুনাথ ঘোষ** বিগত ১৯/০৭/২০২৪ তারিখে ৬৭৯০/২০২৩ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - তালচিনান সানিহাটি, জে এল -৬৬, এল আর ৩১৭০ দাগে ৩ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-18(2nd Call)/ KGP-I/2023-24, E-19 (2nd Call)/KGP-I /2023-24, E-28 (2nd Call)/KGP-I/2023-24, E-29(2nd Call)/KGP-I/2023-24.** Last date of submission **16.07.2024 up to 17p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল (২) শ্রী ভবানী প্রসাদ মন্ডল (৩) শ্রী বৈদ্যনাথ মন্ডল (৪) শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র মন্ডল, সকলের পিতা - ˚অজিত কুমার মন্ডল **(৫) শ্রী তমাল মন্ডল** পিতা - ˚ফানিন্দ্র নাথ মন্ডল, সকলের সাং ও পোঃ গোস্বামী মালিপাড়া,থানা - দাদপুর, জেলা- হুগলী,পিন -৭১২৩০৫, বিগত ইং ০৫/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত (১) আই - ১০১/২০২৩ এবং (২) আই - ১০২/২০২৩, নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রনি কোটাল** পিতা– শ্রী নিমাই কোটাল , সাং ও পোস্ট এবং থানা - গুড়াপ , জেলা- হুগলী, পিন – ৭১২৩০৩), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- গোস্বামী মালিপাড়া জে. এল.- ১২৩, উক্ত (1) নং আমমোক্তারনামা বলে হাল ২৩৭৫ দাগে, হাল ৬৪৩/১ খতিয়ানে ০.১৬ শতক, হাল ৬৬৬/১০ খতিয়ানে ০.১৫ শতক, হাল ১৪৯৬ খতিয়ানে ০.১৬ শতক, ১৫৬৪ খতিয়ানে ০.১৫ শতক, ১৫১৮ খতিয়ানে ০.১৬ শতক, এবং উক্ত (২) নং আমমোক্তারনামা বলে হাল ২৪০৬ দাগে হাল ৬৪৩/১ খতিয়ানে ০.০৮ শতক, হাল ৬৬৬/১০ খতিয়ানে ০.০৮ শতক, হাল ১৪৯৬ খতিয়ানে ০.০৭শতক, হাল ১৫৬৪ খতিয়ানে ০.০৮ শতক, এবং হাল ১৫১৮ নং খতিয়ানে ০.০৭ শতক শালি জমি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে উক্ত আমমোক্তারনামা ২ (দুটি)তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

শ্রী রনি কোটাল
আমমোক্তার

E-TENDER

E- Tender are invited by The Prodhan, Sahebnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, **Pin-741156. NIET NO. 01/15th CFC Tied (06)2024-25(06), 02/15th CFC UnTied (10) 2024-25(10), 03/15th CFC Tied (01)2024-25(01), 05/15th CFC Tied(01)2024-25(01),** visit **www.wbtenders.gov.in** and sealed tenders **NIT NO. 04/15th CFC Tied(01)2024-25(01),**
Last date of submission accordingly **11/07/2024 up to 6p.m., 12/07/2024 up to 9.55a.m.,12.07.24 up to 2p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মেঘনা ঘোষ, পিতা - স্বপন ঘোষ সাং - রামচন্দ্রপুর রোড, পোঃ - নরেন্দ্রপুর, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১০৩ আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ১২৬৫৩/২০২২) আমার মক্কেল **নবীন সারাফ** পিতা - শঙ্করলাল সারাফ সাং - বি এফ ১৭৮ সল্ট লেক সিটি বৈশাখী, পোঃ ও থানা - বিধাননগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৪ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **নবীন সারাফ** বিগত ১৬/০২/২০২৩ তারিখে ১২৩৫/২৩ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - আমড়িয়া, জে এল -১৮৬, এল আর ২৮২ দাগে ১০.৫ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

গৌর চন্দ্র মাল, পিতা - ˚সতীশ মাল, সাং - সেনেট, পোঃ ও থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ । আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ৭২২৭/২০২৩) আমার মক্কেল **কৃষ্ণেন্দু ঘোষ** পিতা - ˚গোবিন্দ ঘোষ, সাং - গোস্বামী মালিপাড়া, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বিগত ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে ৯১৪৮/২০২৩ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - তালচিনান সানিহাটি, জে এল -৬৬, এল আর ৩৩৫৬ দাগে ১.৬৬ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আব্দুল কাদের সরকার, পিতা -মরহুম রউফ সরকার, সাং - আমড়িয়া, পোঃ- আঁটি, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ । আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ৭৭৩৫/২০২২) আমার মক্কেল **নবীন সারাফ** পিতা - ˚শঙ্করলাল সারাফ, সাং - বি এফ ১৭৮, সল্ট লেক সিটি বৈশাখী, পোঃ ও থানা - বিধাননগর জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৪ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **নবীন সারাফ** বিগত ৩০/০৩/২০২৩ তারিখে ২৯৭২/২০২৪ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - আমড়িয়া, জে এল -১৮৬, এল আর ২৩২ ও ২৪২ দুটি দাগে মোট ১৬ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

রবীন মান্না, পিতা - নরেন্দ্র নাথ মান্না, সাং - জেলেপাড়া, পোঃ- বেলমুড়ি, থানা - ধনিয়াখালি, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০২ । আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ২৮৬৭/২০২২) আমার মক্কেল সেখ কুতুবুদ্দিন মন্ডল পিতা - মরহুম সেখ আলি মহম্মদ মন্ডল, সাং - বেলমুড়ি, থানা - ধনিয়াখালি, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০২ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে সেখ কুতুবুদ্দিন মন্ডল বিগত ০৫/০২/২০২৪ তারিখে ১১০৬/২৪ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - কাগনান, জে এল -১৩৭, এল আর ৮৫১ দাগে ৪৮ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মেহেমুদা হালদার, পিতা -মহম্মদ আসানুল্লা, সাং - বালিকুখারি, পোঃ -হারিট, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ । আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ১৬৬৪/২৪) আমার মক্কেল **সৌরভ দে** পিতা -কমলকৃষ্ণ দে, সাং - বৈদ্যবাটী, পোঃ - থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সৌরভ দে** বিগত ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে ২৬২৪/২৪ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - আমড়িয়া, জে এল -১৮৬, এল আর ২০৩ ও ২৩৪ দুটি দাগে মোট ১১ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের ১০০০-১৫/২২/২০২৪ নং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তার নামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শোভন কুমার ঘোষ, পিতা- গৌরগোপাল ঘোষ, সাং- গাংনী, পো- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলাঃ নদীয়া, পিন-৭৪১১২১। বিগত ইংরাজি ০৫/০২/২০২৪ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার নদীয়া অফিসে ১নং বহির ১২২২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আম মোক্তার নিযুক্ত হয়েছি। যার তপশীল জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর মৌজা- ৪৪ নং বাদকুল্লা, এল. আর. খতিয়ান- ৪২৬৩ এবং ৪২৬৪, এল. আর. দাগ নং- ১২৮০ এর উভয় খতিয়ানে ১৬.৫০ শতক জমি আছে। উপরিউক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোনোরূপ আপত্তি বা অধিকার থাকলে সংশিষ্ট হাঁসখালি বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করবেন অথবা ফোনে যোগযোগ করবেন।

শোভন কুমার ঘোষ
Mob. 9475451140

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

ফজিলাতুন্নেশা বিবি, স্বামী -মীর মহম্মদ নাহিয়া, সাং - মীরপাড়া উত্তর বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ । আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ১৬৪/২০০৭) আমার মক্কেল **মীর সোলেমান,** পিতা - মীর মহম্মদ নাহিয়া, সাং - মীরপাড়া উত্তর বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **মীর সোলেমান** বিগত ২১/০২/২০২৪ তারিখে ১৯৫৪/২৪ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - আমড়িয়া, জে এল -১৮৬, এল আর ২৩৪ ও ২০৩ দুটি দাগে মোট ৫ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মদন মোহন মুখোপাধ্যায়, পিতা - ˚কাশিনাথ মুখোপাধ্যায়, সাং - তালচিনান, পোঃ- পুইনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫। আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ৪৯০৮/২০২২) আমার মক্কেল **মীর সাজিদ হোসেন** পিতা - মীর আবিদ হোসেন, সাং - বাবনান জোৎকামাল, পোঃ বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **মীর সাজিদ হোসেন** বিগত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে ২৭২৭/২০২৩ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা - হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - তালচিনান সানিহাটি, জে এল -৬৬, এল আর ২৯৬৪ ও ৩৪৪৪ দুটি দাগে মোট ৪৬ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) প্রশান্ত ঘোষ পিতা - ˚সুধাংশু শেখর ঘোষ সাং - কো-অপারেটিভ, গ্রুপ হাউসিং কমপ্লেক্স, সেকটর ২, দূর্গাপুর ২৭ নিউ টাউনশিপ, থানা - বিধাননগর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২ । **২) জয়ন্তী মিত্র** স্বামী - শ্যামসুন্দর মিত্র সাং - বি কে ১৬৭, সল্ট লেক সেক্টর ২, পোঃ - বিধাননগর সেচভবন, থানা - পূর্ব বিধাননগর , জেলা - কলকাতাা, পিন - ৭০০০৯১। **৩) রত্না ঘোষ** স্বামী - ˚শশাঙ্ক সেখর ঘোষ সাং - ৩৯৭, যোধপুর পার্ক, পোঃ - যোধপুর পার্ক, থানা- লেক, জেলা - কলকাতা, পিন - ৭০০০৬৮, **৪) সোমা ঘোষ** স্বামী - ˚ কৌস্তব ঘোষ, সাং - ৬২/৭/১ এ, প্রমথস বরুয়া সরণী, পোঃ - ও থানা- বালিগঞ্জ, জেলা - কলকাতা, পিন - ৭০০০১৯ আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ২২৭৩/২২) আমার মক্কেল **সুশান্ত ঘোষ** পিতা - ˚সুধাংশু সেখর ঘোষ, সাং - এফ ই ৪৬৬, সেক্টর -৩, সল্টলেক, জেলা - কলকাতা, পিন - ৭০০১০৬ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সুশান্ত ঘোষ** বিগত ০৮/০৯/২০২২ তারিখে ১০৫৯০/২২ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন।

তপশীল

জেলা -হুগলী থানা - দাদপুর, মৌজা - গুনপালা, জে এল -৬৫, এল আর ১৭১৯/১৮৯৮ দাগে ৩৩ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court, Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী, পিতা - ˚প্রমথ নাথ চ্যাটার্জ্জী, সাং - ১০/এ/৩, দোয়ারিক মুখার্জ্জী রোড, পোঃ - ও থানা - বেহালা, জেলা - কলকাতা, পিন - ৭০০০৩৪, **২) সুভাষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,** পিতা - ˚প্রমথ নাথ চ্যাটার্জ্জী, সাং - ১২, দোয়ারিক মুখার্জ্জী রোড, ফ্ল্যাট নং ২বি, সেকেন্ড ফ্লোর, পোঃ- ও থানা - বেহালা, জেলা - কলকাতা, পিন - ৭০০০৩৪, **৩) বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়** পিতা - ˚ হরিদাস মুখোপাধ্যায়, সাং - ময়নাডাঙ্গা ওয়েস্ট, পোঃ- ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০২ আমমোক্তার দলিল মূলে (দলিল নং - ৯৯০৫/২০২৩) আমার মক্কেল বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, পিতা - বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সাং - ময়নাডাঙ্গা ওয়েস্ট, পোঃ- ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০২ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত 'ক' তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়** বিগত ০৫/০৬/২০২৪ তারিখে ৫৮৬৫/২০২৪ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন এবং নিম্ন বর্নিত 'খ' তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়** বিগত ০৫/০৬/২০২৪ তারিখে ৫৮৬৬/২০২৪ নং দলিলমূলে চুঁচুড়া এ ডি এস আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন ।

'ক' তপশীল

১) জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - গনেশপুর, জে এল -১৮৮, এল.আর - ৮১, ৮২, ৬৫১, দাগে মোট ২০.৮২ শতক ; ২) জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - ঝাউবাঁধ, জে এল - ১৪৬, এল.আর - ৪৬১, ৪৬৮, ৪৭০ দাগে মোট ১১৬.৫১ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

'খ' তপশীল

১) জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - গনেশপুর, জে এল -১৮৮, এল.আর - ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩,৬১৮,৬১৯,৬২০,৬২৬,৬৫৪ দাগে মোট ১৩.৩১ শতক ; ২) জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - ঝাউবাঁধ, জে এল - ১৪৬, এল.আর - ৩৭৯ দাগে ১৮.৩৪ শতক আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারোও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
Sujata Mistri
(Advocate)
Judge Court,Chinsurah, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০১৩ সালে এ্যাক্ট ৩৯ মোকৰ্দ্দমা নং- ১০১
(নতুন নং- এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা নং- ৫৩১/২০১৪)

দরখাস্তকারী ঃ- শ্রী রামপদ ঘোষ, পিতা- ˚তারকদাস ঘোষ, গ্রাম-ভোতর, পোঃ- রামেশ্বরপুর, থানা-গুরাপ, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৫২।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত কমলা বালা ঘোষ, স্বামী-˚তারকদাস ঘোষ, গ্রাম -ভোতর, পোঃ-রামেশ্বরপুর, থানা- গুরাপ, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১৫২ স্থায়ী বাসিন্দা। উক্ত মৃত কমলা বালা ঘোষ -এর ত্যাক্ত সম্পত্তির বাংলার ১৪০৭ সালে ২৮ শে ফাল্গুন, ইংরাজী ২০০১ সালে ১২ই মার্চ এর সম্পাদিত উইলের প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত মোকোর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিষয় যদি কাহারাও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র আদালতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা ভার প্রাপ্ত আইনজীবির মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকোর্দ্দমার এক তরফা শুনানি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-গুরাপ, সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ধনিয়াখালি, জে.এল নং ১৪৫, মৌজা ভোতর, খতিয়ান নং - ২৬৬, হাল.এল. আর ৬৪/১ কৃঃ দাগ নং- ১০৬০ জমির প্রকৃতির শুনা জমির পরিমান ৩০ শতক।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রিয়াঙ্কা সিং মন্ডল
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া আদালত হুগলী

আদালতে অনুমত্যা অনুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই জুলাই, ২২ শে আষাঢ় রবি বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শনি মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ। মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা তিথি মুহূর্ত। সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রবোধ কুমার সান্যাল র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। হুগলির মাহেশ র রথযাত্রা উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমদাবাদে দাঁড়িয়ে গুজরাতকে হারানোর চ্যালেঞ্জ রাহুলের

আমদাবাদ, ৬ জুলাই: আগামী বছর গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন। জাতীয় রাজনীতিতে এই গুজরাত বর্তমানে বিজেপির অন্যতম ঘাঁটি। এবার সিংহের ডেরায় ঢুকে সিংহ শিকারের হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। শনিবার আমদাবাদে এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে রাহুল বার্তা দেন, 'আমরা গুজরাতে বিজেপিকে এভাবেই হারাব যেভাবে অযোধ্যাতে হারিয়েছি।'

আমদাবাদের সভায় রামমন্দিরের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, 'আমি সংসদে অযোধ্যার (ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্র) সাংসদকে প্রশ্ন করেছিলাম বিজেপি অযোধ্যাতে কেন হারলো? উনি বলেন, অযোধ্যায় সাধারণ মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মানুষের দোকান-ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের ন্যূনতম ক্ষতিপূরণটুকু দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ আজও তারা ক্ষতিপূরণ পায়নি। এত কিছুর পর রাম মন্দিরের উদ্বোধনে সেই অযোধ্যার মানুষকেই আমন্ত্রণ জানায়নি এরা। এর জেরেই সেখানকার মানুষ বিজেপিকে হারিয়েছে।'

এর পরই গুজরাতে কংগ্রেসের উপর শাসক বিজেপি সরকারের অত্যাচারের কথা তুলে ধরে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'ওরা আমাদের দলীয় অফিস ভাঙছে। আমাদের নেতাদের হুমকি দিচ্ছে, তবে আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই। আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই গুজরাতে একজোট হয়ে আমরা নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপিকে হারাব।' একইসঙ্গে তিনি জানান, 'অযোধ্যার সাংসদ আমায় আরও জানিয়েছিলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রথমে বারাণসীতে নয় অযোধ্যাতে নির্বাচন লড়তে চেয়েছিলেন তবে ৩ দফায় বিজেপি সার্ভে করে দেখে যে এখানে লড়লে নিশ্চিতভাবে ভোটে হারবেন মোদি। ওনার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে বারাণসীতে ফেরেন উনি। সেখানে কোনওমতে প্রাণ রক্ষা পেয়েছেন।'

উল্লেখ্য, রাম মন্দিরের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গুজরাত। দীর্ঘ বছর ধরে বিজেপির সরকার চলছে এই রাজ্যে। অযোধ্যাতে বিজেপিকে ধরাশায়ী করার পর এবার গুজরাত থেকে বিজেপিকে হারাতে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস শিবির।

রাষ্ট্রবাদী নেতা ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তমলুক জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এই দিনটিকে স্মরণ করে একটি চারাগাছ রোপণ করার পাশাপাশি স্থানীয়দের হাতে ফলের চারাগাছ তুলে দেন তিনি।

নারী ক্ষমতায়ণে গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: গ্রামীণ গরিব মহিলাদের ক্ষমতায়ণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে হাত মিলিয়েছে গ্রামীণ ফাউন্ডেশন ও ওএনডিসি। গ্রামীণ ফাউন্ডেশন মূলত একটি অলাভজনক সংস্থা। ডিজিটাল মাধ্যমের সাহায্যে এই বৈপ্লবীক উদ্যোগ নিয়েছে ডিপিআইআইটি। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের তরফে এই আর্থ সামাজিক উন্নয়নকল্পে একটি মউ-ও স্বাক্ষর করা হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীক উদ্যোগকে সাহায্য করতেই ডিজিটাল মাধ্যমকেও কাজে লাগানো হবে। যার মধ্যে রয়েছে ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনস (এফপিও), ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি (এনএমএসএমই) সংস্থা, সেলফ হেলপ গ্রুপস (এসএইচজি), মহিলা উদ্যোক্তা, স্টার্ট আপও রয়েছে। গ্রামীণ ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট-এর তরফে এই মহৎ উদ্যোগ নেওয়ার মূল লক্ষ্য হল, বিশেষত গরিব মহিলাদের দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী উপহার দেওয়া। গ্রামীণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নতুন ব্যবসায়ী তৈরি করার পাশাপাশি, ডিজিটাল শিক্ষা ও আর্থিক সমৃদ্ধির প্রচার চালানো হবে।

মোদির রাশিয়া সফরের আগে সেনা পেল ৩৫ হাজার অত্যাধুনিক কালাশনিকভ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মস্কো সফরের আগে ভারতীয় সেনা পেল রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক একে-২০৩ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। উত্তরপ্রদেশের অমেঠীর অস্ত্র কারখানায় যৌথ উদ্যোগে নির্মিত প্রথম ব্যাচের ৩৫ হাজার উন্নততর কালাশনিকভ ভারতীয় সেনাকে দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, আগামী ৮-১০ জুলাই রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া সফরে যাবেন মোদি। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের রাশিয়া সফরের সময় বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক সমঝোতাপত্রে সই হয়েছিল। একে-৪৭ রাইফেলের উন্নততর সংস্করণ তৈরির লক্ষ্যে ২০২১ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুরের চুক্তি সই করেছিলেন। অবশ্য তার আগেই ২০১৯-এর মার্চে অমেঠীর করওয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৭.৬২ ক্যালিবারের একে-২০৩ রাইফেল উৎপাদন প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ২০২৩ সাল থেকেই অমেঠীর অস্ত্র কারখানায় শুরু হয়েছিল একে-২০৩ উৎপাদন।

নয়াদিল্লি-মস্কো চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী ১০ বছরে উত্তরপ্রদেশের অমেঠীর 'করওয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি'তে রুশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছ'লক্ষের বেশি কালাশনিকভ সিরিজের সর্বাধুনিক সংস্করণ একে-২০৩ রাইফেল তৈরি হবে। চুক্তির অঙ্ক ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ভারত-রুশ যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের সঙ্গে যৌথ ভাবে রাশিয়ার দুই সংস্থা কালাশনিকভ কনসার্ন এবং রোসোবোরোনেক্সপোর্ট তৈরি করেছে নতুন সংস্থা; 'ইন্দো-রাশিয়া রাইফেলস প্রাইভেট লিমিটেড'। দু'টি রুশ সংস্থার নিয়ন্ত্রকই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরকার পরিচালিত সংস্থা 'রোস্টেক স্টেট কর্পোরেশন'।

গুজরাতে বহুতল ভেঙে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা

আমদাবাদ, ৬ জুলাই: গুজরাতের সুরাতে ভেঙে পড়ল বহুতল। ছয় তলা বাড়িটি ভেঙে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। এখনও বহু জন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সুরাতের শচিন পালি গ্রামে ভেঙে পড়েছে বহুতলটি।

গত কয়েক দিন ধরে ভারী বৃষ্টি চলছে সুরাতে। দমকল বাহিনীর প্রাথমিক ধারণা, বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়েছে সুরাতের ওই বহুতল। ভেঙে পড়ার পর ঘটনাস্থলের কিছু ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, কংক্রিটের চাঙড় ভেঙে আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন সুরাতের ডেপুটি মেয়র নরেন্দ্র পাটিল-সহ পুলিশের শীর্ষ কর্তারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে তৈরি হয়েছিল বাড়িটি। সুরাতের পুলিশ কমিশনার অনুপম সিং গহলৌত জানিয়েছেন, বহুতলে ৩০টি ফ্ল্যাট ছিল। পাঁচ থেকে ছ'টি পরিবার থাকত সেখানে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বহুতল ধসে পড়ার পাঁচ মিনিট পরে থানায় খবর গিয়েছেন।

ভারী বৃষ্টির কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ৬ জুলাই: ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তার বেশ কয়েক জায়গায় ধস নামায় সাময়িকভাবে স্থগিত করা হল অমরনাথ যাত্রা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ফলে পহেলগাঁও এবং বালতাল বেসক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জম্মু থেকে ৫৬০০ পুণ্যার্থী বালতাল এবং পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। কয়েক জায়গায় ধস নামায় রাস্তা বসে গিয়েছে। বুধবার ৩০ হাজার পুণ্যার্থী অমরনাথ গুহা দর্শন করেছেন। বৃহস্পতিবার আরও একটি দল জম্মু থেকে দু'টি বেসক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, তাঁদের মধ্যে ৩৬৬৮ জন পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। আর বাকি ২০২৮ জন বালতাল বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, অমরনাথ গুহার কাছাকাছি কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। তবে জম্মুতে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। অমরনাথ এবং শেষনাগে তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। রাত্রে সেই তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে।

৫২ দিনের এই যাত্রা শুরু হয়েছে গত ২৯ জুন। আগামী ১৯ অগস্ট এই যাত্রা শেষ হবে। গত বছর সাড়ে ৪ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। এ বার এখনও পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী এই পুণ্যস্থান দর্শন করেছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ জুলাই ২০২৪ ২১ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার

শপথ গ্রহণকে ‘বেআইনি এবং অসাংবিধানিক’ আখ্যা শুভেন্দুর

আইন মেনেই শপথ গ্রহণ, পাত্তা দিতে নারাজ স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় দুই নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়কের শপথ নেওয়াকে বেআইনি বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘সম্পূর্ণ বেআইনি শপথ। সংবিধান বহির্ভূত কাজ করেছেন অধ্যক্ষ। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নজরে এনেছেন বিষয়টি। এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না হলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমারও কিছু কাজ আছে, সেটা আমি করব।’

শুভেন্দু আরও বলেন, ‘এত ইগোর কি ছিল, রাজভবনে গিয়ে শপথ নিতে ক্ষতি কি ছিল? রাজ্যপাল বলেছিলেন ডেপুটি স্পিকারকে দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করাতে। কেন তা করালেন না? এত দম্ভ কিসের। সংবিধান কেউ নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলে দিয়েছেন সেটাই শেষ কথা। এটা চলতে পারে না।’

তবে শপথ-জট তো কেটেছে ঠিকই, এরফলে অরেক জট তৈরি হল বলে মনে করছে রাজনৈকি মহল। এদিকে বরানগরের উপ নির্বাচনে নির্বাচিত তৃণমূলপ্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবানগোলার জয়ী তৃণমূলপ্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকারকে বিধায়ক পদে শপথ করানোর বিষয়টিকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে দাবি করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। গোটা বিষয়টি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তিনি চিঠি পাঠাচ্ছেন বলেও জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাজ্যপালের তরফে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে জানানো হয়, ‘দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। এটা অসংবিধানিক শপথ।’

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার ডেপুটি স্পিকারকে শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য অনুমতি দেন

রাজ্যপাল। তারপরেও কীভাবে স্পিকার শপথ বাক্য পাঠ করালেন। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই পোস্টে। যদিও নব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন না বলে গত বৃহস্পতিবারই জানিয়ে দিয়েছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে ডেপুটি স্পিকার শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য স্পিকারের নাম প্রস্তাব করেন। তারপরেই তৃণমূলের দুই জয়ী প্রতিনিধিকে বিধায়ক হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিশেষ অধিবেশন বয়কট করে বিজেপি। যদিও শপথ বাক্যপাঠ হয়ে যাওয়ার পর এদিন বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন বিরোধী শিবিরের একমাত্র আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

তবে দুই বিধায়কের শপথগ্রহণ পর্ব মিটলেও রাজ্যপাল এবং স্পিকারের মধ্যে তোপ পাল্টা তোপ অব্যাহতই। রাজ্যপালের ‘সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট’কে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘রাজ্যপালের কথায় আমি খুশি। আমরা আগেই জানিয়েছিলাম। রাজ্যপালের কোনও কথার জবাব আমি দেব না। ওঁর কোনও ক্ষমতা নেই স্পিকারকে অপসারণ করার। যা করেছি আইন মেনে করছি।’

জয়েন্ট-পরীক্ষা রাজ্যের হাতে ফেরানোর দাবি ব্রাত্য বসুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট অর্থাৎ ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলে কারচুপির অভিযোগে দেশজুড়ে শোরগোল তৈরি হয়েছে। শনিবার থেকেই সর্বভারতীয় স্তরে ডাক্তারিতে স্নাতকে ভর্তির কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের জেরে নিট ইউজির কাউন্সেলিং অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছনোর কথা শনিবারই জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। এবার এই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রের চাপ বাড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউন্সেলিং পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ‘ঐতিহাসিক’ আখ্যা দিয়ে ব্রাত্য বলেন, ‘রাজ্যের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা তার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া। ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। আমরা মনে করি, ২০১৬-১৭ র আগে যেমন রাজ্যের হাতে জয়েন্টের পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল তেমন ফিরিয়ে দেওয়া হোক। স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড এটা করতে পারবে।’ শনিবার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে এপিএআই প্রি-কাউন্সিলিং ফেয়ার ২০২৪ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একথা বলেন

শিক্ষামন্ত্রী।

একই সঙ্গে কেন্দ্রর উদ্দেশ্যে তাঁর টিপ্পনি, ‘এক মাঘে শীত যায় না!’ অর্থাৎ আজ যা অন্যের বিপদ তা কাল তোমার কাছেও ফিরে আসতে পারে।

এর আগে এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে খোঁচা দিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, ‘বাংলার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে তো অনেক কিছু হল। নিটের দুর্নীতির ক্ষেত্রে কি সিবিআই, ইডি একইভাবে তদন্তে নামবে?’

এপিএআই পশ্চিবঙ্গের প্রেসিডেন্ট সর্দার তারাঞ্জিত সিং বলেন, ‘এপিএআই-তে, আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা হল অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনের ভিত্তি। প্রি-কাউন্সেলিং ফেয়ার হল পশ্চিমবঙ্গের যুবাদের ভরা ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির মূর্ত প্রতীক। সুযোগ এবং সাফল্যের সঙ্গে শীর্ষ-স্তরের একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে, আমরা একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাই।’

এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীর পাশাপাশি উপসিথত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রফেসর ভাস্কর গুপ্ত, ডাব্লুবিজেইই রেজিস্ট্রার ডক্টর দিব্যেন্দু কর, ডাব্লুবিজেইবি চেয়ারপারসন প্রফেসর সোনালী চক্রবর্তী ব্যানার্জী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

মণীশ খুনের জট কাটাতে তদন্তকারীদের ভরসা রওশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড়ের ব্যবসায়ী তাপস ভগতকে বিহারের বেউর জেলে বসে ফোনে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত রওশনকে রাজ্যে নিয়ে এসেছে ব্যারাকপুর সিটি পুলিশ। সেদিন দুষ্কৃতী রওশন যাদব ওরফে তাঁতিয়াকে ব্যারাকপুর আদালতে শান্তভাবে ঢুকতে তাজ্জব পুলিশকর্মীরাও। চোখেমুখে ছিল না কোনও চিন্তার ছাপ।

সম্প্রতি বিহার থেকে কুখ্যাত দুষ্কৃতী সুবোধকে আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়েও তার মধ্যে অপরাধীসুলভ লক্ষণ চোখে পড়েনি। বরং পুলিশ আধিকারীকদের হুমকি দিতে ছাড়েনি সুবোধ। সেই পথেই হেঁটেছে রওশন। সুবোধের নির্দেশেই সে ফোন করেছিল কিনা, তা দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা রওশন ছোট বয়সেহ অপরাধ জগতে হাত পাকিয়েছে। এফআইআরে নাম না থাকলেও, ২০২০ সালের ৪ অক্টোবর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ‘স্ট্রংম্যান’ হিসাবে পরিচিত মণীশ শুক্লকে খুনের ঘটনাতেও পরবর্তী সময়ে নাম জড়িয়েছিল রওশনের। মণীশকে খুনে যে ছ’জন শার্প-শুটারকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যেই ছিল রওশন। সেই সময়ে কিশোর ওই দুষ্কৃতীই কার্বাইন চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় মণীশকে। সিআইডি ও

পুলিশের তৎকালীন তদন্তকারীদের মতে, মণীশকে খুন করাই ছিল রওশনের প্রথম কাজ। সফল হওয়ায় খুব সহজেই সুবোধের অপরাধ সাম্রাজ্যের অন্যতম জায়গা তৈরি করে নেয় রওশন। মণীশকে খুনের পরে রাজ্য ছেড়ে চলে যায় ওই দুষ্কৃতী।

বছরখানেক পরে বিহারের একটি অপরাধে রওশনের যোগ মেলায় সেখানকার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তার পর থেকে বেউর জেলে সুবোধের পাশের সেলেই ঠাঁই হয় রওশনের। শুক্রবার মণীশের বাবা চন্দ্রমণি শুক্ল বলেন, ‘সিআইডি-র চার্জশিটে রওশনের নাম রয়েছে। কিন্তু ওকে নিয়েও আসা হয়নি, কখনও জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি।’

সূত্রের খবর, মণীশকে খুনের পরে বাইক ও আগ্নেয়াস্ত্র কোথায়, কী ভাবে ফেলতে হবে এবং কোন পথ দিয়ে এলাকা ছাড়তে হবে, তার ‘ব্লু-প্রিন্ট’ রওশনদের কে বা কারা ছকে দিয়েছিল, রওশনকে পেয়ে তা জানার চেষ্টা করতে পারে পুলিশ। সিআইডি-ও পুনরায় মণীশ হত্যা মামলার তদন্তে রওশনকে নিজেদের হেফাজতে নিতে পারে বলে খবর। খুনের পর এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে রওশনের সঙ্গে স্থানীয় এক প্রভাবশালীর কথা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। সেই সব অডিয়ো ক্লিপ পুলিশ ও সিআইডি-র হাতে রয়েছে। যা মণীশ হত্যা মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে বলেও তদন্তকারীরা মনে করছেন। এই প্রসঙ্গে মণীশের বাবা চন্দ্রমণির দাবি, ‘বিধায়কের বাড়ির অদূরের ঝোপ কী ভাবে বিহারের বাসিন্দা রওশন চিনেছিল, তা প্রকাশ্যে আসা প্রয়োজন। নগরপালকে চিঠি দিয়েছি।’ অতএব মণীশ-মামলার তদন্তে এখন রওশনই যে তুরুপের তাস তা বলাই বাহুল্য।

শহরের পার্কিং লটগুলিতে আর্থিক অনিয়মের ‘গন্ধ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্কিং লটগুলিতে দুর্নীতি রুখতে পুরসভার তরফে মেশিন দেওয়া হয়েছিল। যা দিয়ে কোন গাড়ি কখন আসছে, কতক্ষন পার্কিং লটে থাকছে এবং টাকার আদান-প্রদান সব হিসেবই রাখা যাবে। কিন্তু আদতে দেখা যাচ্ছে, বরাদ্দ মেশিনের মধ্যে নামমাত্রই ব্যবহার হচ্ছে, হিসাব নেই দিন পিছু গাড়ি পার্কিংয়ের, তাই পার্কিং লটগুলিতে আর্থিক অনিয়মের ‘গন্ধ’ পাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। সূত্রের খবর, পুরসভার মেশিন পার্কিং লটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে ৭০-৭৫ শতাংশই ব্যবহার করছে না বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর শহর ঘুরে দেখে এমনই তথ্য পেয়েছে কলকাতা পুরসভার পার্কিং বিভাগ। যার ফলে, শহরের একাধিক পার্কিং লটে প্রতিদিন লক্ষাধিক টাকা বেহাত হচ্ছে পুরসভার।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্কিং লটের টেন্ডার নিয়ে সরব হন। এমনকি বেআইনি পার্কিং বন্ধে অভিযান

তরফে বরাদ্দ হয়েছিল ৫৬৪টি মেশিন। কিন্তু, ব্যবহার হচ্ছে বরাদ্দের ১০ শতাংশ বা তারও কম মেশিন। আর এখানেই টাকার লেনদেনে অনিয়ম দেখছে পুর দফতর। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত এলাকায় প্রায় ২৭২টি পার্কিং লট রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১৪ হাজার গাড়ি থাকে। মূলত বেআইনি পার্কিং বন্ধ করতেই মাঠে নামানো হয়েছিল এই মেশিনগুলিকে। কিন্তু সেই করারও নির্দেশ দেন। পুরসভার পার্কিং বিভাগ সূত্রে খবর, মেশিনগুলি হয় ব্যবহার হচ্ছে না অথবা চুরি হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করে নানান অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রায়শই শোনা যায় পার্কিং লটগুলির দায়িত্বে থাকা কর্মীদের এজেন্সিগুলি শাসকদলের নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে চলে। ফলে সেই টাকা ঘুরিয়ে কার পকেটে ঢুকছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

নেই অভিষেকের টিম, একুশের ‘শূন্যস্থান’ ভরাতে মরিয়া তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ভবনে সভাপতির ঘরে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন সুব্রত বক্সি। উপস্থিত ছিলেন দলের প্রবীণ নেতারা-সহ অরূপ বিশ্বাসও। গত বছর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে দলের সমাবেশ হয়েছিল। ওই দিনের বৈঠকে পোস্টারে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকায়, কেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নেই সেই প্রশ্ন তুলেছিল। এবারও একুশের প্রস্তুতি ঘিরে একই গুঞ্জন তৃণমূলের অন্দরে।

বর্তমানে অভিষেক চিকিৎসার জন্য বিরতিতে আছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্যের পর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন অভিষেক। দলের সেকেন্ড ম্যান হিসেবে দলের কাজ ও কর্মসূচির দায়িত্ব তুলে নেন কাঁধে। তারপর ২০২২ এবং ২০২৩ সালে একুশে জুলাইয়ের যাবতীয় প্রস্তুতিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট দফতর। তবে এ বছর

তেমন কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না এই দফতরকে। তবে সুপার অ্যাকটিভ দলের প্রবীণ নেতা সুব্রত বক্সি। একুশের প্রস্তুতি হিসাবে জেলায় জেলায় মিটিং করছেন তিনি। একুশের প্রস্তুতি হিসাবে বিগত বছর গুলিতে অভিষেকের দফতরের ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটরের নির্দেশ যেত জেলায় জেলায়। তবে এ বছর তেমন উদ্যোগ নেই। গত বছরে অভিষেক ভার্চুয়ালি জুম বৈঠক করেছিলেন। একুশকে সফল করতে জেলায় জেলায় কোন কোন নেতা যাবেন প্রস্তুতি বৈঠকে তারও একটা তালিকা মোটের ওপর তৈরি করেছিল ক্যামক স্ট্রিট।

কিন্তু, এ বছর তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বদলে সভাস্থল পরিদর্শন থেকে বৈঠক, সর্বত্রই টিম বক্সির উপস্থিতি এবং সক্রিয়তা চোখে পড়ছে। বেশি করে ব্যানার লাগাবার নির্দেশ দিচ্ছেন ফিরহাদ হাকিমের মতো সিনিয়র নেতারা। মহিলাদের প্রচার করার নির্দেশ দিচ্ছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সোজা কথায় বিগত বছরগুলির সঙ্গে এবার বহু অমিল লক্ষ্য করছে রজনৈতিক মহল। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বড় জয়ের পর হঠাৎ এই বদলের ছবি যে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

রথ ও মহরমে অশান্তি রুখতে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উল্টোরথ এবং মহরম নিয়ে উচ্চপর্যায়ের পুলিশ বৈঠক হল ভবানীভবনে। দুটি উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে শেষ করা যায়, কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে এই বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক বছরে রথের দিন বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোথাও রথযাত্রার পথে বৈদ্যুতিন তার পড়েছে, কোথাও আবার গাছের ডাল। এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গত পাঁচ বছরে রথের দিন কী ধরনের ঘটনা ঘটেছে তার পুনর্মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

জানানো হয়, জেলার যে যে জায়গা দিয়ে রথ যাবে সেখানে যাতে বৈদ্যুতিন তার পড়ে না থাকে বা তার না ঝোলে তা খতিয়ে দেখে নিতে বলা হয়েছে। গাছের ডালপালা ছাঁটতে বলা হয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলিকে। জানা গিয়েছে, কলকাতায় ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৭৪টি রথ বের হয়। এর মধ্যে সাতটি বড় রথ থাকে। রথে ভিড় সামলাতে থানাগুলিকে সতর্ক করেছে লালবাজার। যে রুট দিয়ে রথ যাবে সেখানে বাড়তি বাহিনী রাখা হচ্ছে। লালবাজার সূত্রে খবর, প্রায় দেড় হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকছে। যে সব রাস্তায় দিয়ে রথ টানা হবে সেখানে ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরা থাকবেন। রথ টানা নিয়ে কোথাও যাতে বিশৃঙ্খলা না হয় সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুই ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে কোনও অশান্তির বাতাবরণ না ছড়ায় তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন এডিজি আইন শৃঙ্খলা, এডিজি আইবি, এডিজি সিআইডি থেকে শুরু করে এডিজি ট্রাফিক এবং ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি। ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার এবং কমিশনারেটের সিপিরা।

মহেশতলায় খাটালের গোবর ফেলা যাবে না, কড়া নির্দেশ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরুর গোবর মেশে নিকাশি নালায়। তাতেই নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। বর্ষায় জল জমে থাকে ওই অঞ্চলে। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, কলকাতার এক বৃহৎ অংশের নিকাশির জল যায় মহেশতলার ওপর দিয়ে। আর এই মহেশতলা এবং কলকাতা পুরসভার সংযোগস্থলে রয়েছে মোট ৪৪টি খাটাল।

বারবার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, গোবরের দুর্গন্ধে টেকা যায় না এই এলাকায়। সমস্যা সমাধানে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। ভার্চুয়ারি সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস। খাটাল মালিকদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠক চলে কয়েক ঘণ্টা। বৈঠক শেষে মেয়র পারিষদ জানিয়েছেন, ‘ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খাটাল সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই দ্রুত বৈঠক ডাকা হয়।’ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ছিলেন মহেশতলা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমন রায়চৌধুরী, ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন্দ্র সিং। ছিলেন ডিজি (সিভিল) পিকে দুয়া, নিকাশি বিভাগের ডিজি শান্তনু ঘোষও।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, কোনওমতেই নিকাশি নালায় গোবর ফেলা যাবে না। এবার থেকে কলকাতা পুরসভা গোবর অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ফেলার জন্য আলাদা গাড়ি দেবে। সেই গাড়ির তেলের খরচ, চালকের খরচ দিতে হবে খাটাল মালিকদের। ঠিক হয়েছে, গোবরের জন্য খাটাল মালিকদের আলাদা চেম্বার তৈরি করতে হবে। তৈরি করতে হবে বিশেষ নালা। সেই নালা দিয়ে গোবর গিয়ে চেম্বারে পৌঁছবে। সেখান থেকে গোবর সংগ্রহ করবেন পুরসভার কর্মীরা। কোথায় ফেলা হবে এত গোবর? যৌথভাবে সেই জায়গা পছন্দ করবে কলকাতা পুরসভার আর মহেশতলা পুরসভার আধিকারিকরা। চুয়াল্লিশটি খাটালের গোবর যেখানে জমা হবে সেখানে আগামী দিনে গোবর গ্যাস তৈরির প্ল্যান্ট করা যায় কিনা, তার প্রস্তাবও দিয়েছেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘যে খাটাল মালিকরা সিদ্ধান্ত মানবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। ফি বছর পুরসভার কোটি কোটি টাকা খরচ হয় নিকাশি নালা পরিষ্কার করতে। গোবর নিকাশি নালায় মিশে যাওয়ায় পরিশ্রম বাড়ে অনেকটাই।’ পুরসভা সূত্রে খবর, নয়া সিদ্ধান্তের ফলে এই খরচ বাঁচবে।

কমিশন নিয়ে এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের

অশোক সেনগুপ্ত

রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ে। কিন্তু অভিযোগ, ওই দাম এবং মুদ্রাস্ফিতীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন সেভাবে বাড়ে না। সরবরাহকারী (ডেলিভারিম্যান) এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের কর্মীদেরও অভিযোগ রয়েছে তাঁদের মজুরি ও বেতন বৃদ্ধির হার নিয়ে। কারণ, তাঁদের প্রাপ্য মেটাতে হয় ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন থেকেই। এই পরিস্থিতিতে শনিবার কেন্দ্র-নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ামের ডিস্ট্রিবিউটর সংগঠনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের এই সমীক্ষা হয় আইআইএম (আহমেদাবাদ)-এর অভিজ্ঞদের অধীনে। এতে তিন গ্যাস-সরবরাহকারী সংস্থার আধিকারিকরাও ছিলেন। ডিস্ট্রিবিউটর সংগঠনের শীর্ষব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের একাধিক অভিযোগ জানান।

সূত্রের খবর, ১৯৬৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত সিলিন্ডার পিছু ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন ছিল ৩ টাকা ১২ পয়সা। ১৯৮২-তে বাড়ে ২৫ পয়সা। ২০১১-তে ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন হয় প্রায় ২২ টাকা। সে বছর শেষ দিকে কেন্দ্রীয় সরকার আইআইএম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ে। তাদের সুপারিশে ২০১২-তে ১৫ টাকা বেড়ে ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন হয় ৩৭ টাকা। এরপর ফের ২০১৭-তে ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন হয় প্রায় ৬১ টাকা। এরপর সিলিন্ডার পিছু ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন বেড়ে হয়েছে ৭৩ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে তিন গ্যাস সংস্থার ডিস্ট্রিবিউটর আছেন প্রায় দেড় হাজার। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান অয়েলের ডিস্ট্রিবিউটরই প্রায় ৯৫০ জন। প্রতি ডিস্ট্রিবিউটরের ডেলিভারিম্যান আছেন গড়ে ৩০। কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রতিনিধি বলেন, ‘গ্যাস সংস্থার ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন নিয়মিত বাড়ানো হয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন বড় শহরে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। আমাদের রিপোর্ট মন্ত্রকে পাঠাবো। তার পর মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেবে।’

ইন্ডেন এলপিজি ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউটর্স অ্যাসোসিয়েশনের পরামর্শদাতা বিজন বিশ্বাস বলেন, ‘গ্যাসের সিলিন্ডার মজুতকরণ, বিতরণে নিরাপত্তাবিধি পালনের শর্ত আগের চেয়ে অনেক কড়া হয়েছে। নতুন, আধুনিক যন্ত্র কিনতে হচ্ছে। এর জন্য অর্থ দরকার। ডেলিভারিম্যানদের মোবাইল বরাদ্দ করতে হয়েছে। সিলিন্ডারপিছু ওঁরা এখন পাচ্ছেন ২১ টাকা। অফিস-কর্মীদের বেতনও পর্যাপ্ত নয়। ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন থেকে এঁদের টাকা দিতে হয়। কমিশন না বাড়লে এঁদের বাড়তি বেতন বা আধুনিকীকরণ হবে কী করে?’

কামারহাটিতে উচ্ছেদে বাধার মুখে কাউন্সিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতোই রাজ্য জুড়ে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অভিযান চলছে। শনিবার সকালে কামারহাটি পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের উড়ান পাড়ায় জবরদখল উচ্ছেদে এসে বাধার মুখে পড়লেন স্থানীয় কাউন্সিলর বিমল সাহা। উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সোচ্চার হতে দেখা গেল স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ, ওই ওয়ার্ডের উড়ান পাড়ায় ফুটপাত দখল করে এবং নিকাশি ড্রেনের ওপর গজিয়ে উঠেছে ঝুপড়ি বাড়ি ও দোকানপাট। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর মাইকিং করে অবৈধ দখলদারদের জায়গা খালি করতে বলা হয়েছিল। তবুও উড়ান পাড়ায় সরকারি জমি দখল করে বসবাস চলছে। এদিন উচ্ছেদে বাধা পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর বিমল সাহা রীতিমতো ধমক দিলেন জবর-দখলকারীদের। তাঁর হুঁশিয়ারি, রবিবারের মধ্যে জায়গা খালি করে করে দিতে হবে। অন্যত্র জায়গা

কিনে বাড়ি কিংবা দোকান করার পরামর্শও দিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর। যদিও স্থানীয়রা পুনর্বাসনের দাবিতে এদিন সরব হয়েছিলেন। বাসিন্দারা জানান, তারা এখানকার ভোটার। বহু বছর ধরে তারা এখানে বসবাস করছেন। জোর করে উঠিয়ে দিলে পরিবার নিয়ে তারা এখন কোথায় যাবেন, এমনই প্রশ্ন তুললেন উড়ান পাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয় কাউন্সিলর বিমল সাহার দাবি, উচ্ছেদে গিয়ে তাদের বাধার মুখে পড়তে হয়নি। ওরা অনুরোধ করে একটা দিন সময় চেয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, সোমবার ফের ওখানে উচ্ছেদ অভিযান হবে।

সম্পাদকীয়

নাগরিক সচেতনতাই রুখতে পারে এ দূষণ

কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়াতে কোথাও বলা নেই ‘পলিথিন’ ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদেরও কোনও নির্দেশিকা নেই। প্রথমেই বলি, ‘পলিথিন’ একটি প্রচলিত শব্দ, পণ্য বা প্রোডাক্ট নয়। প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রির একটি কাঁচামাল। কথাটি আসলে ‘পলিইথিলিন’। ইথিলিন থেকে পলিইথিলিন। ‘পলি’ গ্রিক শব্দ। এর অর্থ, বহু বা অনেক। অর্থাৎ, অনেকগুলি ইথিলিন এক বিশেষ পদ্ধতিতে একত্রিত হওয়া যৌগই ‘পলিইথিলিন’। এই পলিইথিলিন (পলিমার) সাদা কথায় ‘প্লাস্টিক দানা’। এই মুহূর্তে বিশ্বে যদি বছরে ৩৮০ মিলিয়ন টন বিভিন্ন প্রকারের ‘প্লাস্টিক মেটিরিয়াল’ তৈরি হয়ে থাকে, তা হলে তার এক-তৃতীয়াংশই হল পলিইথিলিন। আমাদের দেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন টন পলিইথিলিনের জোগান রয়েছে। এই পলিইথিলিন থেকে যে কেবলমাত্র দূষণ সৃষ্টিকারী ক্যারিব্যাগ তৈরি হয়, এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাই পলিইথিলিন (পলিথিন)-কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার অর্থ দেশের পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পেরও ধ্বংস। পলিইথিলিন নামক কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন পণ্যের ব্যাপ্তি বিশাল। তার বিস্তৃত বর্ণনার এখানে প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র এইটুকু বলা যায় যে, জলের ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ এবং কেবল ইন্ডাস্ট্রি বাদ দিলেও কৃষিক্ষেত্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদিতে হাজার হাজার পলিইথিলিনের পণ্য ব্যবহৃত হয়। তবে পরিবেশের স্বার্থে এক বার ব্যবহারযোগ্য এবং পর্ষদ নির্দিষ্ট প্লাস্টিকের পণ্য আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত জায়গায় নিষিদ্ধ হোক। এই প্রসঙ্গে বলি, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ উঠে যাচ্ছে না। কিন্তু সেটা হবে ৭৫ মাইক্রনের উপরে এবং আগামী ৩১ ডিসেম্বর পরবর্তী সময়ে ১২০ মাইক্রন ঘনত্বের। তবে এ কথাও ঠিক, এক বার ব্যবহারের পর মানুষের ছুড়ে ফেলা এবং নিষ্করুণ অবহেলার সহজাত প্রবৃত্তিটুকু দূর হলেই প্লাস্টিক দূষণের অর্ধেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারত। নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি একই সঙ্গে গবেষণাতেও উঠে আসুক পচনশীল এবং অল্প দামের বিকল্প ভাবনা, যা মানুষ এবং পরিবেশকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারবে। অনস্বীকার্য যে, পরিবেশকে ঠিক রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের একার নয়। এর জন্য প্রয়োজন নাগরিক সদিচ্ছাও। শিক্ষা এবং নাগরিক সচেতনতা গড়ে না উঠলে বিগত তিন দশকের মতোই পরিবেশের এই জ্বলন্ত সমস্যাটি থেকেই যাবে। তবে দেরিতে হলেও সূর্যোদয় ঘটুক, এইটুকুই প্রার্থনা।

রথ এবং রথযাত্রা

সিদ্ধার্থ সিংহ

বাংলার সবচেয়ে পুরনো রথযাত্রা — মাহেশ-এর রথযাত্রা। আর গোটা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো রথযাত্রাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাহেশ-এর এই রথযাত্রা । অর্থাৎ পুরীর পরেই মাহেশের স্থান। তাহলে কি পুরীর সঙ্গে কোনও যোগসূত্র আছে মাহেশের! অবশ্যই আছে। আর এর পিছনে আছে একটা কিংবদন্তি।

চোদ্দো শতকে বাঙালি সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী তীর্থ করতে একবার পুরীতে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে তাঁর মনে ইচ্ছে হল নিজের হাতে ভোগ রান্না করে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে খাওয়াবেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দের সেই ইচ্ছে পূরণ হল না পুরীর মন্দিরের কয়েক জন পাণ্ডার আপত্তিতে।

ফলে এর প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশনে বসেন। তিন দিন কেটে যাওয়ার পর ধ্রুবানন্দকে স্বপ্নে দেখা দিলেন জগন্নাথদেব। বললেন, ‘তুমি ফিরে যাও বাংলায়। দেখবে ভাগীরথীর তীরে মাহেশ নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে ভাগীরথীর জলে আমি দারুব্রহ্ম ভাসিয়ে দেব। সেই কাঠেই তুমি তৈরি করে নেবে আমাদের তিন জনের মূর্তি। সেই মূর্তিকেই তুমি পুজো কোরো। সেখানেই তোমার হাতে আমি ভোগ খাব।’

জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে ধ্রুবানন্দ চলে আসেন মাহেশে। প্রত্যেক দিন ভাগীরথীর তীরে গিয়ে তিনি বসে থাকতেন। হঠাৎ একদিন দেখেন মাহেশের ঘাটে একটি দারুব্রহ্ম মানে নিমকাঠ আটকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটাকে নদী থেকে তুলে নিয়ে এলেন। মূর্তি বানালেন জগন্নাথ, বলভদ্র আর সুভদ্রার। তারপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে প্রথম রথযাত্রা হল মাহেশে। বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য পরে ১৭৫৫ সালে নির্মাণ করে দেন নয়নচাঁদ মল্লিক।

পুরীর রথযাত্রার মতোই বাংলার বিভিন্ন জায়গাতেও রথযাত্রা হয়। মাহেশ ছাড়াও আছে মহিষাদল রাজবাড়ির গোপালজিউর রথ, আছে গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের রথও।

সেকালের কলকাতায় শেঠ-বসাকদের গৃহদেবতা গোবিন্দজির রথযাত্রা ছিল দেখবার মতো। প্রচুর জনসমাগম হত। শোনা যায়, রথ যেত বৈঠকখানা থেকে লালদিঘি। সেকালে পোস্তার রথযাত্রারও ছিল খুব নাম।

রামকানাই অধিকারীদের রথও দেড়শো বছরের বেশি পুরনো। সেকালের সাবেক রথটি এখন আর টানা হয় না। তার জায়গায় ছোট একটি রথে বসানো হয় জগন্নাথদেবকে। আগেকার প্রথামত রথ পথে বার করে টানা হয় না। মন্দিরের মধ্যেই হয় রথযাত্রা।

রানি রাসমণির বাড়ির রথও খুব কম দিনের নয়। রাসমণির শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ মাড়দের কুলদেবতা হলেন রঘুবীর। একদিন রাত্রিবেলা রানি রাসমণি স্বপ্নে দেখেন, রঘুবীর তাঁর কাছে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে রথে চড়ার।

পরদিনই রাসমণি রঘুবীরের ইচ্ছে পূরণ করার জন্য তাঁর জামাই মথুরামোহনকে বললেন একটা রথ তৈরি করার জন্য। রথ তৈরির ভার দেওয়া হল হ্যামিলটন কোম্পানিকে। তৈরি করতে সেই সময়ই খরচ পড়েছিল দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। সেটা ১৮৩৮ সাল।

তারও প্রায় ৫৬-৫৭ বছর পরে, মানে ১৮৯৪, ‘৯৫, ‘৯৬ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রতি তোলা গয়নার সোনার দাম ছিল ২৮-২৯ টাকা। তার মানে তখন সোনার দাম কত ছিল! এক তোলা মানে ভরির চেয়ে বেশি। এক ভরি মানে দশ গ্রামের চেয়ে বেশি। সেই হিসেবে সেকালের দেড় লক্ষ টাকা আজকের দিনে কত টাকা একবার হিসেব করে দেখুন।

অবশেষে রঘুবীরের জন্য তৈরি হল রুপোর রথ। সেই রুপোর রথ নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোলেন রাসমণির পরিবারের প্রায় সকলেই। ছিল ঢাক-ঢোল, সানাই। ছিল সংও। রথযাত্রার জন্য শুধু জুঁই ফুলের মালাই কেনা হত আড়াই থেকে তিন মন।

চুনিমণি দাসীর রথযাত্রাও প্রায় ১৩০ বছর হতে চলল। এঁদের রথে সাবেক শিল্পরীতি বিদ্যমান। একটি কিংবদন্তি চালু রয়েছে, একবার পুরীর নব কলেবরের সময় অবশিষ্ট এক খণ্ড দারুব্রহ্ম বা নিমকাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই পরিবারের জগন্নাথদেবের বিগ্রহটি। এই বিগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে শালগ্রাম শিলা। আগে সোজারথ আর উল্টোরথের দিন পথে রথ বেরত। এখন আর রথ রাস্তায় বেরোয় না। বাড়ির উঠোনেই টানা হয়।

বউবাজার অঞ্চলের যদুনাথ দত্তের ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রা প্রায় ১২৫ বছরেরও বেশি পুরনো। জানা যায়, ছোটবেলা থেকেই জগন্নাথদেবের পুজো করতেন যদুনাথ। একদিন তাঁর স্বপ্ন আসেন জগন্নাথদেব। তারপরই ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় জগন্নাথদেব। দত্ত পরিবারের জগন্নাথদেবই গৃহদেবতা। এখানে কিন্তু সুভদ্রা এবং বলভদ্র নেই। দেবতাকে রুপোর সিংহাসনে বসিয়ে সুসজ্জিত রথ বেরোয় পথে। সোজারথ আর উল্টোরথ দু'দিনই। দত্তবাড়ির রথযাত্রায় নিজস্ব কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

বেশ জাঁকজমকপূর্ণ রথযাত্রা হয় বাগবাজারের বলরাম বোসের বাড়িতেও। এই রথের রশি সেইসময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবও টেনেছিলেন। ঠাকুর তাঁর ভক্ত এবং শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে এই বাড়ির বারান্দায় রথ টেনেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব স্মৃতিবিজড়িত সেই রথটি আজও যত্ন করে রাখা আছে।

আগেকার কাঁসারিপাড়া মানে এখনকার তারক প্রামাণিক রোড। যেটা বিধান সরণি থেকে শুরু হয়ে কিছুটা সোজা গিয়ে, পরে এই রাস্তা মিশছে গিরিশ পার্ক অঞ্চলের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে। সেই কাঁসারিপাড়ার প্রামাণিক বাড়ির রথটি পুরোটাই পিতলের তৈরি। রথযাত্রার দিন আগে এই রথ কাঁসারিপড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড়বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত। এখন আর হয় না। বাড়ির মধ্যেই টানা হয়। তবে রথযাত্রার সবরকম আচার-অনুষ্ঠান এখনও নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে হয়। রথে থাকেন কুলদেবতা শ্রীধর জিউ।

মার্বেল প্যালেসে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রচলিত বৈষ্ণব প্রথা অনুযায়ী আজও হয়ে থাকে রথযাত্রার সাবেক আচার অনুষ্ঠান। রথযাত্রার সূচনা মা লক্ষ্মীর ঘর থেক। এর পরে জগন্নাথদেবকে রথে বসিয়ে আসল পুজো হয়। বলা হয়, দাঁড়ে ভোগ। ভোগ নিবেদনের পর টান দেওয়া হয় রথের দড়িতে। মল্লিকবাড়ির রথ বাড়ির বাইরে বেরোয় না, বাড়ি সংলগ্ন নীলমণি উদ্যানেই টানা হয় রথ। রথযাত্রা উপলক্ষে আজও সোজা-উল্টো দু'দিনই রথের মেলা বসে।

পুরনো কলকাতার বহু বাড়িতেই এখনও পুরনো রীতিনীতি মেনে রথযাত্রা সাড়ম্বরে পালিত হয়। শোনা যায়, কোনও কোনও বাড়িতে এখনও পুরীর পান্ডারা আসেন রথযাত্রার দিন।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমাদের এই মানব দেহের সঙ্গে কিন্তু জগন্নাথদেবের রথের বেশ মিল আছে। জগন্নাথের রথ ২০৬টি কাঠ দিয়ে তৈরি, যা নরদেহের ২০৬টি হাড়ের অনুরূপ!

রথের ১৬টি চাকা ও ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫টি কর্মেন্দ্রিয় ও ৬টি রিপুর প্রতীক !

রথের রশি হল মন। বুদ্ধি রথের সারথি! এই দেহ-রথের রথী স্বয়ং ঈশ্বর!

ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় এই শরীরকে চালিত করেন। মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, যা কিছু হয় সব ঈশ্বরের ইচ্ছায়! উল্টোরথের পর জগন্নাথ রথ থেকে একবার নেমে গেলে ওই রথে আর ওঠেন না! তখন ওই রথ ভেঙে, সব কাঠ পুড়িয়ে ভোগ রান্নার কাজে লাগানো হয়! তেমনি আমাদের শরীর থেকে ঈশ্বর একবার বেরিয়ে গেলে ওই শরীরের আর কোনও গুরুত্ব থাকে না। মৃত বলে ওই দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়!

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

জগন্নাথদেবের ৫৬ ভোগ

রথের দিন হই হই কাণ্ড। বড় বড় রথের পাশাপাশি কচিকাঁচারাও বেরিয়ে পড়ে রঙিন কাগজ আর রাংতায় মোড়া ছোট্ট ছোট্ট রথ নিয়ে। সবাই একবার টানতে চায় রথের দড়ি। কারণ, রথের দড়ি একবার টানলেই পুণ্যি শুধু সোজা রথ নয়, সোজা রথে টানলে নাকি উল্টো রথেও টানতে হয় এই দড়ি। রথের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যান ভক্তেরা। বাজে ঢাক, ঢোল, করতাল। দু'হাত উপরে তুলে চলে উন্মাদ নৃত্য। রথের ভিতর বসে থাকেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা জগন্নাথদেবকে দেওয়া হয় ৫৬ রকমের ভোগ। এই ভোগ নিয়ে সাধারণ লোকের কৌতূহলের শেষ নেই জানেন কি, জগন্নাথের ৫৬ ভোগে কী কী থাকে? না জানলে তো বটেই, জানলেও আরও একবার জেনে নিন। যেহেতু জগন্নাথদেবের মূল মন্দির পুরীতে এবং সেখানকার ভাষা ওড়িয়া, তাই ওখানকার পদগুলোর নামও ওড়িয়া ভাষাতেই। তাই সাধারণ লোকের বোঝার জন্য ওড়িয়া ভাষার পাশাপাশি ওই পদগুলিকে বাংলায় কী বলা হয়, সেটাও উল্লেখ করে দেওয়া হল।জগন্নাথদেবের ভোগে থাকে — ১) উকখুড়া অর্থাৎ মুড়ি, ২) নাড়িয়া কোড়া অর্থাৎ নারকেল নাড়ু, ৩) খুয়া অর্থাৎ খোয়া ক্ষীর, ৪) দই, ৫) পাচিলা কাঁদালি অর্থাৎ টুকরো টুকরো কলা, ৬) কণিকা অর্থাৎ সুগন্ধী ভাত, ৭) টাটা খিচুড়ি অর্থাৎ শুকনো খিচুড়ি, ৮) মেন্ধা মুন্ডিয়া অর্থাৎ বিশেষ ধরণের কেক, ৯) বড়া কান্তি অর্থাৎ বড় কেক, ১০) মাথা পুলি অর্থাৎ পুলি পিঠে, ১১) হামসা কেলি অর্থাৎ মিষ্টি কেক, ১২) ঝিলি অর্থাৎ এক ধরণের প্যান কেক, ১৩) এন্ডুরি অর্থাৎ নারকেল দিয়ে তৈরি কেক, ১৪) আদাপচেদি অর্থাৎ আদা দিয়ে তৈরি চাটনি, ১৫) শাক ভাজা, ১৬) মরীচ লাড্ডু অর্থাৎ লঙ্কার লাড্ডু, ১৭) করলা ভাজা, ১৮) ছোট্ট পিঠে, ১৯) বারা অর্থাৎ দুধ তৈরি মিষ্টি, ২০) আরিশা অর্থাৎ ভাত দিয়ে তৈরি মিষ্টি, ২১) বুন্দিয়া অর্থাৎ বোঁদে, ২২) পাখাল অর্থাৎ পান্তা ভাত, ২৩) খিড়ি অর্থাৎ দুধভাত, ২৪)কাদামবা অর্থাৎ বিশেষ মিষ্টি ২৫) পাত মনোহার মিষ্টি ২৬) তাকুয়া মিষ্টি, ২৭) ভাগ পিঠে, ২৮) গোটাই অর্থাৎ নিমকি, ২৯) দলমা অর্থাৎ ভাত ও সবজি, ৩০) কাকারা মিষ্টি ৩১) লুনি খুরুমা অর্থাৎ নোনতা বিস্কুট, ৩২) আমালু অর্থাৎ মিষ্টি লুচি, ৩৩) বিড়ি পিঠে, ৩৪) চাড়াই নাডা মিষ্টি, ৩৫) খাস্তা পুরি, ৩৬) কাদালি বারা, ৩৭) মাধু রুচী অর্থাৎ মিষ্টি চাটনি, ৩৮) সানা আরিশা অর্থাৎ রাইস কেক, ৩৯) পদ্ম পিঠে, ৪০) পিঠে, ৪১) কানজি অর্থাৎ চাল দিয়ে বিশেষ মিষ্টি. ৪২) দাহি পাখাল অর্থাৎ দই ভাত, ৪৩) বড় আরিশা, ৪৪) ত্রিপুরি, ৪৫) সাকারা অর্থাৎ সুগার ক্যান্ডি, ৪৬) সুজি ক্ষীর, ৪৭) মুগা সিজা, ৪৮) মনোহরা মিষ্টি, ৪৯) মাগাজা লাড্ডু, ৫০) পানা, ৫১) অন্ন, ৫২) ঘি ভাত, ৫৩) ডাল, ৫৪) বিসার অর্থাৎ সবজি, ৫৫) মাছর অর্থাৎ লাবরা, ৫৬) সাগা নাড়িয়া অর্থাৎ নারকেলের দুধ দিয়ে মাখা ভাত!

সেকালের রথযাত্রা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে রথের মেলা হতো। এই রথযাত্রা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ‘রাধারানী’ উপন্যাস লেখেন। গুপ্তিপাড়ায় ষোলচাকার রথ ছিল। ওই রথে বহু মানুষের সমাগম হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রে আমরা মহেশের রথযাত্রার সংবাদ পাই। ওই রথযাত্রায় বহু মানুষের সমাগম হতো। ইংরেজরা ওই রথযাত্রা দেখতে আসতেন। মহেশের রথযাত্রা সম্পর্কে আমরা ‘সমাচার দর্পণে’ পড়ি — ‘অনেকস্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে যেরূপ সমারোহ হয়, তাহা আর কোথাও হয় না। এখানে দিনে প্রায় দু' লক্ষ লোক রথ দেখতে আসেন।’ আমি শ্রীরামপুরের রথযাত্রা দেখেছি, রথেও উঠেছি। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত বুড়োদা। তিনি আমাকে রথে ওঠার পারমিশন করে দেন। কারণ তারা ছিলেন রথের অধিকারী। সেই রথে ওঠার পর দেখলাম অসংখ্য নরনারী রথের দোতলায় মুঠো মুঠো পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সেই পয়সা আমাদের গায়ে এসে লাগছিল। তাছাড়া পড়ছিল ফলমূল, খই, বাতাসা ইত্যাদি। এক সময় এমন হল যে, ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা এসে আঘাত করল আমার কপালে। কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। আমার কখনো এমন পবিত্র রক্তপাত হয়নি, যা হয়েছিল মহেশের রথযাত্রায়। সেকালের কলকাতার রথযাত্রায় খুব সমারোহ হতো। ১৮৩৮ সালে রানী রাসমনির রূপোর রথও খুব বিখ্যাত ছিল। ১৯৭২ সালে বৈষ্ণবদের রথেও খুব সমারোহ হয়। পাইকপাড়ার রাজাবাবুদের রথ খুব প্রাচীন ও বিখ্যাত। রথের ভেঁপু বাজানো, পাঁপড়, জিলিপি আজও আমাদের শৈশবকে সুভাসিত করে রেখেছে। আমাদের শৈশব আজও সুন্দর হয়ে ওঠে রথযাত্রার দিনে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চোপড়াকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত তাজিমুল হোসেনের ফের ৫ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোপড়া ব্লকের লদীপুর এলাকার সালিশিকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলামকে ৫ দিনের পুলিশি রিমান্ড শেষে পুলিশ এদিন ফের আদালতে পেশ করে। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্তের জন্য আরও ৯ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি'র ৫ দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তাকে জেরা করে তার হেপাজতে থাকা ২ টি আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করেছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৩০ জুন চোপড়ার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল, স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাজিমুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি এক যুবক যুবতীকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করছে। জানা যায়, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে যুবক যুবতীর বিরুদ্ধে সালিশি সভা বসিয়ে এই তালিবানি অত্যাচার চলে। এমনকী সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। চোপড়ার এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা শুরু করে। মূল অভিযুক্ত তাজিমুলকে ওই রাতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরপর ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৪ জুলাই ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল লদীপুরে আসে। প্রতিনিধি দলটি প্রথমে নির্যাতিত ওই যুবক ও যুবতীর বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ডিজিও চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনায় রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংকে শোকজ করা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানিয়েছেন, তাজিমুল ইসলামকে এদিন আদালতে পেশ করার পাশাপাশি পুলিশ আরও ৯ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করে। তাজিমুলকে জেরা করে তার কাছে লুকিয়ে রাখা ২ টি আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করেছে। জেরায় আরও কয়েকজনের নাম জানা গিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ তাজিমুলের কাছে আরও আআগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সে সব উদ্ধার করার পাশাপাশি বাকিদেরকেও গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানোর পাশাপাশি এই মামলায় আর্মস অ্যাক্ট যুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যাধরী নদীতে পূর্ণবয়স্ক কুমির, আতঙ্কিত মৎস্যজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্লকের খাস বালন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রানিগাছির বিদ্যাধরী নদীর চরে কুমিরের দেখা মিলল। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে নদীর পাড়ে কাদামাটি মাখা অবস্থায় কুমির অবস্থান করল। সেই সময় নদীতে জোয়ার থাকায় পাড়ে উঠে আসে। পাশে সুন্দরবন জঙ্গল, সেখান থেকে বেরিয়ে খাবারের সন্ধানে কুমির হয়তো ছোট নদীতে ঢুকে পড়েছে বলেই অনুমান এলাকার মানুষের। কুমিরকে দেখতে পেয়ে এলাকার মৎস্যজীবী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা আনন্দে মেতে ওঠেন। পাশাপাশি এটাও শোনা যায় কি করে এই বিদ্যাধরীর শাখা নদীতে কুমির ঢুকে পড়ল তাহলে কি দিক নির্ণয় করতে না পারার জন্য নদীতে ঢুকে পড়ল, না কি খাবারের সন্ধানে? রীতিমতো কুমির দেখা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে হাড়োয়া গ্রাম ও শহর জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছেন হাড়োয়া থানার পুলিশ এবং মিনাখাঁ বনদপ্তরের কর্মীরা। তবে নদীতে পূর্ণবয়স্ক কুমির ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে।

গড়বেতা থেকে পৃথিবীর তিন নম্বর হাতে লেখা পত্রিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নিজের হাতে লেখা এবং আঁকা ছবি দিয়ে পত্রিকা চালাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানা এলাকার দাঁড়কা গ্রামের যুবক আব্দুল্লা খান। চন্দ্রকোনা রোডের গৌরব গুঁইন কলেজের এই ছাত্রটি তার হাতে লেখা মাসিক অধিকার পত্রিকাটি চালাচ্ছেন দু'বছর ধরে। ছোট একটি মাটির বাড়ির ২১ বছরের ছেলে আব্দুল্লা। পৃথিবীতে বর্তমান সময়ে মাত্র তিনটি হাতে লেখা পত্রিকা বের হয়। অন্য দুটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের ঢাকা এবং দিল্লি থেকে। গড়বেতার এই অধিকার পত্রিকা পৃথিবীতে তিন নম্বর হাতে লেখা পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার নেশা ছিল তার। লিখতেও পারে খুব সুন্দর। রাজনৈতিক সংবাদ দূরে রেখে তার পত্রিকায় সমাজ সচেতনতামূলক খবরগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে আর্ট কলেজের শিক্ষক হতে চায়

বাসন্তীর উত্তর নারায়নতলা গ্রামে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাসন্তী: গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর উত্তর নারায়ণতলা গ্রামে। মৃতার নাম স্নেহা প্রামাণিক (১৬)। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ছিল স্নেহা। কিছুক্ষণ বাদেই তাঁকে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসার আগেই মৃত্যু হয় স্নেহার। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।

জলমগ্ন পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ড

সাংসদ ও বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় সাত দিন ধরে বৃষ্টির জলে বন্দিদশা পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা। শনিবার ওই এলাকায় জলবন্দি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই বিক্ষোভের মুখে পড়েন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। বিক্ষোভকারী সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুইবারের সাংসদ হলেন খগেনবাবু। তাঁর সাংসদ তহবিলের টাকার এক পয়সাও এলাকার উন্নয়নের জন্য খরচ করেননি। পাশাপাশি পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়কও শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। কোনো কাজ করেননি। বর্ষার মরশুম আসলেই এইসব ওয়ার্ডে তাঁরা আসছেন, আমাদের দুর্দশা দেখছেন এবং চলে যাচ্ছেন। এজন্যই এদিন এই এলাকায় সাংসদ বিধায়করা আসলে তাদের সামনেই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

যদিও বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য, গুটিকয়েক মানুষ এই ধরনের কাজ করেছে। এগুলো সবই পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রীতিমতো জলমগ্ন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরাতন মালদার ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকা। এখন বৃষ্টি না হলেও জমা জলেই দুর্ভোগে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট দুই ওয়ার্ডের কয়েকশো পরিবার। বৃষ্টির জমা জল পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকী মশাবাহিত রোগের উপদ্রব বাড়ছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন।

এদিন সকালে ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির জমা জলের দুর্দশার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরাতন মালদার দলীয় বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। এলাকায় সাংসদ এবং বিধায়ককে একসঙ্গে পেয়েই নিজেদের ক্ষোভ জাহির করেন বহু মানুষ। এমনকী জমা জলে বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকে দাঁড় করিয়ে বিক্ষোভ দেখান ওই দুই ওয়ার্ডের বহু মানুষ।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্ষোভকারীরা বলেন, দুইবারের বিজেপি সাংসদ হলেন খগেন মুর্মু। বিগত দিনে বিজেপি বিধায়ক এই এলাকা থেকে জয়ী হয়েছেন। তারা আজ পর্যন্ত আমাদের সমস্যার ব্যাপারে এতটুকু এগিয়ে আসেনি। আমরা জানি, একজন সাংসদ ৫ বছরে ২৫ কোটি টাকা পান। কিন্তু বিজেপি সাংসদ তার তহবিল থেকে এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোনওরকম সাহায্য করেনি। প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে কয়েক হাজার মানুষকে জলবন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন প্রতিবছর এই দুর্দশা হবে তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সাংসদ এবং বিধায়কের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনেরও নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, সাংসদ তহবিলের বরাদ্দ অর্থ জেলা শাসকের অধীনে থাকে। আমরা শুধু যেকোনো কাজের প্রস্তাব দিতে পারি। যদিও শহরের এই ধরনের সমস্যাগুলি মূলত পুরসভা এবং পঞ্চায়েত দেখে। কিন্তু তাদের ভূমিকা কি, সেটা এদিন মানুষকে বলা হয়েছে। তবে কেউ বিক্ষোভ দেখায়নি। গুটি কয়েক মানুষকে উস্কে দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক এদিন এই কাজ করা হয়েছে।

পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, সংশ্লিষ্ট পুরসভার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে স্যালো পাম্পের মাধ্যমে জমা জল নিকাশির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্ষার মরশুমের পর প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে যেসব নিচু এলাকা রয়েছে সেখানে নিকাশির নালা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু পুরসভা এলাকায় বিজেপি সাংসদ বিধায়করা আজ পর্যন্ত কোনও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেননি।

সেতুর দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সেতুর দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর দাবি জানানো হলেও সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় এদিন উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ হন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবিপত্র পেয়ে সেতু নির্মাণের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার এলাকায় পূর্ণর্ভবা নদী পারাপারের জন্য সেতু না থাকায় এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের লোকেদের দীর্ঘদিন ধরে নৌকোর উপর ভরসা করতে হয়। গ্রামবাসীদের সমস্যা আরও তীব্র আকার নেয় বর্ষার সময়। সেতু না থাকায় খেয়া পারাপারের উপরে নির্ভর করতে হয় তাদের। যার ফলে বিভিন্ন সময় সমস্যায় পড়তে হয় তাদের পাশাপাশি স্কুল কলেজে পঠন-পাঠন করতে যেতেও সমস্যায় পড়েন এলাকার পড়ুয়ারা। এদিন নিজেদের দাবিপত্র কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বালুরঘাট স্টেশন থেকে মিছিল করে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে যান গ্রামবাসীরা। সেখানে সুকান্ত মজুমদারকে সেতুর দাবি জানান তারা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।

এ বিষয়ে গ্রামবাসী বলেন, 'বর্ষার সময় নদীর জল যখন বেড়ে যায় তখন সেতুর অভাবে যাতায়াত করতে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। নৌকো করে আমাদের পার হতে হয়। সব সময় নৌকো পাওয়া যায় না। তাই আমরা ফটকপাড়া এলাকা থেকে এসে আমাদের দাবিপত্র মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আমাদের সব কথা শোনার আশ্বাস দিয়েছেন।'

এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ওই এলাকার মানুষ বহু কষ্ট করে যাতায়াত করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াতে বেশ সমস্যায় পড়ে। আমি জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ করেছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের টাকা থেকে সেতু নির্মাণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। প্রয়োজনে আমরা এমপি ল্যাডের টাকা থেকেও কিছুটা সাহায্য করব।'

আরামবাগ জুড়ে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমা জুড়েই মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। হুগলির আরামবাগ দৌলতপুরের বিজেপির কার্যালয় থেকে শুরু করে খানাকুল, গোঘাট ও পুরশুড়া সহ বিভিন্ন জায়গা এদিন ভারত মাতার পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। আরামবাগের বিজেপির দলীয় অফিসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাল্যদান করেন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগ পুরমণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এর পাশাপাশি ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচি করেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন আরামবাগের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করতে দেখা যায় বিজেপি নেতৃত্বকে। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করার একটাই উদ্দেশ্য তিনি না থাকলে আজকে বাঙালির যে হোম ল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ আজকে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হত। বঙ্গীয় আইন পরিষদের তিনি একমাত্র সদস্য ছিলেন যিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। আজকে সেই মহান মানুষটির জন্মদিবস পালন করতে পেরে আমরা সকলেই ধন্য। বিজেপি সারা বছরই সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। সেবা কাজ হিসাবে রক্তদান শিবির করা হল। প্রায় ২০০ জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন। অন্যদিকে আরামবাগ পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এদিন কাউন্সিলর দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যায় পথ চলতি মানুষকে পায়েস বিতরণ কর হয় আরামবাগের পুরাতন বাজার মোড়ে। এই কর্মসূচিতেও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষকে দেখা যায়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস
রিড্রেসাল কমিশন
নিউ দিল্লি
(ভার্চুয়াল/হাইব্রিড মাধ্যমে)
প্রথম আবেদন নং ২২৪৪-২০১৯ সালের
(রাজ্য কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ এর অভিযোগ নং ৯৭/২০১৭ ক্ষেত্রে ৩১/১০/২০১৯ তারিখের নির্দেশের বিরুদ্ধে)
সংযুক্ত
আইএ/১৮৬৩২/২০১৯ (স্থগিত),
আইএ/১৮৬৩৩/২০১৯
(নথির টাইপ কপি দাখিলের থেকে অব্যাহতি),
আইএ/৬৩৯৭/২০২৪ (অতিরিক্ত তথ্য)
কেলগ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
.....আবেদনকারী(গণ)
বনাম
স্বপন ধর এবং অন্যান্য
..... বিবাদী(গণ)
১. স্বপন ধর
ফ্ল্যাট নং ৫ডি, বিএল ১, প্রসাদ এক্সটিকা, ৭১/৩, ক্যানাল সার্কুলার রোড, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা : ৭০০০৫৩
২. রাজশ্রী স্টোর্স
অনুমোদিত প্রতিনিধি মাধ্যমে, প্রসাদ এক্সটিকা, ৭১/৩, ক্যানাল সার্কুলার রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৩
নোটিশ
যেহেতু প্রথম আবেদন নং ২২৪৪/২০১৯ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নং ৯৭/২০১৭ রাজ্য কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ এর নির্দেশের বিরুদ্ধে উদ্ভূত নির্দেশ তারিখ ৩১.১০.২০১৯ দাখিল অনুযায়ী আপনারা বিবাদী নং ১ এবং আর-২ হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন।
এবং যেহেতু রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরিত শুনানির নোটিশ ডাক বিভাগের 'ত্যাগকৃত' মন্তব্য সহ ফেরত এসেছে; এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা মারফত নোটিশ গ্রহণ করুন যে মহামান্য কমিশন সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা কাউন্সেল/অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে হাজির হওয়ার জন্য অন্যথায় ব্যর্থ হলে আবেদনের সারবত্তা অনুযায়ী আপনাদের অনুপস্থিতিতেই মীমাংসিত হবে।
তারিখ :নিউ দিল্লি ৭ জুন ২০২৪
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন–মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Dist. Delegate at Midnapore
L. A. Probet Case No. - 22/2019
Sri Trilokesh Nath ..... Applicant

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ৺শ্রীধর নাথ, পিতা – ৺কুঞ্জর নারায়ন নাথ, সাং + পোঃ- পেরুয়া, থানা- সবং, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর। তিনি তাহার জীবদ্দশায় তাহার ওয়ারিশগণের বরাবর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি লইয়া মেদিনীপুর রেজিষ্ট্রী অফিসে একখানি উইল রেজিষ্ট্রী করিয়া যান। যাহার নম্বর **III-6/1962** উক্ত উইল প্রবেট লইবার জন্য মেদিনীপুর ডেলিগেট আদালতে ২০১৯ সালের ২২ নং লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশান এর দরখাস্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ায় ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনত ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমার পরবর্তী ধার্য্য তাং-১৫.০৭.২০২৪

Schedule Property
(Ka) Schedule
For the Gangamata Thakurini

Dist - Paschim Medinipur, P. S. & Pargana- Sabang, Sub- Registry - Balichak - Mahal - Ramtalabarh, Mouza - Ruinan, P.S. No. 283, Touzi - 2311.

516 satta rayat niskar

Plot No.	Nature	Area
1322	Jal	38 dec

North- Jhatu Pramanik

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry Office at – Balichak- Mahal – Harnan, Mouza- Harnan, P.S. No. 284, Touzi – 2177 - 2181.

63/1 no. satta

Plot No.	Nature	Area
1318	Jal1 banda	35 dec

North- Gobinda Maity & Ors

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Bamunbarh, Mouza- Bolpai, P.S. No. 286, Touzi – 2119.

138/1 No Satta

Plot No.	Nature	Area
2331	Jal 1 banda	92 dec

North – Bhaja Pramanik & Ors.
Total 165 dec

Schedule Property
(Kha) Schedule
Smt. Jamuna Bala Dasi

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Perua, P.S. No. 276, Touzi – 2277.

733 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
57	Jal 1 banda	67 dec

North – Adhar Maity

Plot No.	Nature	Area
80	Kala 1 banda	15 dec

North-Self

Plot No.	Nature	Area
82	Geria 1 banda	04 1/2 dec

277 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
44	Jal	30 dec
110	Jal	30 dec

276 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
414	Jal	11 dec
29	Jal	69 dec
1421	Jal	34 dec
45	Jal	12 dec

483 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
8	Jal	56 dec
1306	Jal	42 dec

"Ga" Schedule land
Byamkesh Nath will get 16 annas share

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Perua, P.S. No. 276, Touzi – 2278.

336 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
562	Jal	10 dec

59/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1630	Jal	43 dec

810 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1644	Jal	60 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Gunduth P.S. No. 282,

863 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
33	Jal	53 dec

865/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
67	Jal	145 dec

717/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1336	Jal	110 dec

383/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
571	Jal	100 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Shaliara, P.S. No. 247,

155 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
758	Jal	20 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Mohar, P.S. No. 397,

1753/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
2760	Jal	8 dec
2804	Jal	4 dec

1483/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
2547	Jal	30 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Katina, P.S. No. 396.

186/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
280	Jal	21 dec

"Gha" schedule land
Sukesh Chandra Nath will get 16 annas share

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Perua, P.S. No. 276,

808 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
473,474	Jal	44 dec
1687	Jal	52 dec

166 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
391	Jal	112 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Gunduth, P.S. No. 282

864 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
34	Jal	64 dec
62	Jal	71 dec
14	Jal	70 dec

135/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1610	Jal	95 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Sulbuli, P.S. No. 285

13/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
43	Jal	68 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Mohar, Mouza- Nimki Mohar, P.S. No. 398

481 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1289	Jal	12 dec
1297	Jal	12 dec
1301	Jal	10 dec

"UNO" schedule land
Trilokesh Nath will get 16 annas share

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Perua, P.S. No. 276, Touzi – 2277.

312 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
600	Jal	78 dec

335 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
418	Jal	26 dec

334 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1243	Jal	22 dec

614 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
439,440	Jal	57 dec

158/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
415	Jal	12 dec

813 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1643	Jal	84 dec

374 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
374	Jal	75 dec

797 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
467/1806	Jal	36 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Gunduth, P.S. No. 282

801/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
18	Jal	182 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Mohar P.S. No. 397

330/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
3425	Jal	45 dec
3421	Jal	12 dec
3410	Jal	1 dec

330/2 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
3406	Pukur	10 dec

"CHA" schedule land
Renuka Bala

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Saliara, P.S. No. 264.

157 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
855,856	Jal	60 dec

"CHHA" schedule land
Indra Bala

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Saliara, P.S. No. 284

157 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
855,856	Jal	60 dec

Barkeja
Hrikesh, Byomkmesh, Trilokesh & Sukesh

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Perua, P.S. No. 276.

201 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
763	Bastu Kala	27 dec
170	Puskarini	16 dec

276 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
169	Bastu	19 dec
744	Kala	16 dec

483 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
165	Kala	15 dec
764	kala	14 dec
765	Geria	14 dec

431 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
663	Bastu	27 dec

93/11 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
458	Hat-Khola	4 dec
465	Puskarini	7 dec
466	Pusk Parh	2 dec
461	Patit	1 dec

585 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1274/1747 1274/1748	Puskarani	90 dec

5/2, 18/4, 7/4 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
651	Puskarini	31 dec
277	Nala	01dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mouza- Nimki Mohar, J.L. No. 398.

456/1,712/1,607/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1749,1750 ,1751		4 dec

608/1 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1752	Hammar	1 dec

Dist- Paschim Medinipur, P.S. & Pargana – Sabang, Sub –Registry – Balichak- Mahal – Perua, Mouza- Mahar, P.S. No. 397

113/23 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
2728	Puratan Patit	1 dec

121/15 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1495	Kala	5 dec
1491	Kala	8 dec

113/24 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
4799	Puskarini	44 dec
4798	Puskarini	35 dec
1492	Puskarini	05 dec
2731	Doba	1 dec

121/14 No. Satta

Plot No.	Nature	Area
1531	Pukur	14 dec
1530	Puskarini Parh	8 dec
1524/5102	Puskarini Pard	4 dec
1515	Badha	8 dec
1532	Kala	5 dec

Tapas Ranjan Chakraborty
Date: 16.05.2023 **Sheristadar**
District Delegate, Paschim Medinipur.

Ekdin_Page_6_07072024_Layout 1 7/6/2024 9:56 PM Page 1

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সরকারি জমিতে স্টল নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: সরকারি জায়গা থেকে জবরদখল তোলার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের কচুবেড়িয়া জেটিঘাটে সরকারি জমিতে পাকা স্টল তৈরি নিয়ে তৃণমূলের মতোবিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসার দাবি। তৃণমূল পরিচালিত স্থানীয় মুড়িগঙ্গা- ১ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সরকারি জমিতে স্টল নির্মাণের কাজ মাঝপথে বন্ধের নির্দেশ দিল গঙ্গাসাগর- বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ।

এই উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে আছেন জেলা পরিষদের জয়ী দুই তৃণমূল সদস্য শ্রীমন্ত মালি ও সন্দীপ পাত্র ওরফে জিকো। মাঝপথে নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কটাক্ষ করেছেন বিজেপি। স্টলনির্মাণ অবৈধ ও গায়ের জোরে করা হচ্ছিল বলে ক্ষোভ এলাকার সাধারণ বাসিন্দাদেরও। রাজ্যের অন্যতম তীর্থ পর্যটনকেন্দ্র গঙ্গাসাগর। সাগরে পৌঁছতে গেলে কাকদ্বীপের লট নং আট থেকে ভেসেলে চেপে যেতে হয় সাগরের কচুবেড়িয়াতে। এই কচুবেড়িয়া থেকে বাস চেপে গঙ্গাসাগর কপিলমুনি মন্দিরে যেতে হয়। গত কয়েক মাস আগে গঙ্গাসাগরে আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সুবিধার্থে কচুবেড়িয়া জেটিঘাট সংলগ্ন জবরদখলকারী ছোট দোকানদারদের উচ্ছেদ করে প্রশাসন। সেই উচ্ছেদ হওয়া দোকানদের জন্য স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সরকারি জমিতে একদম মুড়িগঙ্গা নদীর বাঁধের ওপর পাকা স্টলনির্মাণ শুরু করে। এর পরেই শুরু হয় বিতর্ক।

গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সেই বিতর্ক আরও মাথাচাড়া দেয়। তারপরেই গঙ্গাসাগর- বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মুড়িগঙ্গা-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শিবশংকর রঞ্জিত বলেন, 'প্রাথমিক ভাবে আমরা হকারদের সরিয়ে তাদের জন্য ভাই দোকানের বন্দোবস্ত করছিলাম। কিন্তু গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের তরফে এই দোকান তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর আমরা সেই কাজ বন্ধ করে দিই।'

অন্যদিকে গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ পাত্র বলেন, 'নদীর পাড়ে এই নির্মাণের ফলে সংকীর্ণ রাস্তায় মানুষের ভিড় হয়ে যাবে। তাছাড়া সৌন্দর্যায়নও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই নদীর পাড়ে নির্মীয়মাণ স্থায়ী স্টল তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগামীতে জিবিডিএ ও ব্লক প্রশাসনের ইঞ্জিনিয়ার ও পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে জমিনে খতিয়ে দেখার পর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এই ঘটনার পর তৃণমূলকে নিশানা করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা অরুণাভ দাস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও নদীর পাড়ে বেআইনি ভাবে নির্মাণের কাজ চালাচ্ছিল খোদ পঞ্চায়েত। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী এলাকায় কী ভাবে ঘটনা ঘটল, তা সত্যি নজিরবিহীন।'

যুবকের গোপনাঙ্গে আঘাত, শ্বাসরোধ করে খুনে অভিযুক্ত সৎ ভাই, পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: পারিবারিক বিবাদের জেরে এক যুবকের গোপনাঙ্গে আঘাত করে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল সৎ ভাই ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের আমড়াতলা পঞ্চায়েতের জমাদারপাড়া এলাকায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আলা সরদার (৩৫)। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে লাল্টু সরদার নামে মৃতের এক সৎ ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এদিন ধৃতকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, এই ঘটনায় বেশকিছু মহিলাও যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত আলা সরদারের বাবার দু'টি বিয়ে ছিল। প্রথমপক্ষের ছেলে আলা ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে সাবিরের পরিবারের মধ্যে বিবাদও দীর্ঘদিনের। এরপর শনিবার দুপুরে দ্বিতীয় পক্ষের লোকজন আলা সরদারকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির কাছের একটি পুকুরের ধারে দেহ ফেলে দেওয়া হয়। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা দেহটি পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয় মগরাহাট থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমে নিহতের সৎভাই লাল্টু সরদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

সাটসা পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার অর্ধবার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরে কর্মরত কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাটসা) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার অর্ধবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙরের জাগুলগাছিতে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন সভায় উপস্থিত দ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল। উপস্থিত ছিলেন জেলার কৃষি, সেচ ও সমবায় সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ বাহারুল ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন সাটসার রাজ্য সহ সভাপতি গৌতম মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক সুমন সেন, দপ্তর সম্পাদক সন্দীপ্ত দাস, যুগ্ম সম্পাদক (প্রতিষ্ঠান) সুরজিত রায়, হিসাব রক্ষক শংকর দাস, কলকাতা জেলা সম্পাদক রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, সাটসার দক্ষিণ জেলা সভাপতি স্বরূপ কুমার মণ্ডল ও জেলা সম্পাদক প্রীতম নন্দী প্রমুখ। সভায় সংগঠনের প্রায় ৫৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল তাঁর বক্তব্যে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্পের কথা এবং তা রূপায়ণে সংগঠনের সদস্য তথা আধিকারিকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প বিশেষত, কৃষক বন্ধু (নিশ্চিত আয়) প্রকল্পে কৃষকেরা বছরে যেমন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন, তেমনই মৃত্যুজনিত সহায়তা হিসাবে ২ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন। এই প্রকল্পের সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলকে তিনি আহ্বান জানান। কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ বাহারুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন এবং জেলা পরিষদের তরফ থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। অর্ধবার্ষিক সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক প্রীতম নন্দী। সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

সিভিক ভলেন্টিয়ারের মারে যুবকের মাথা ফাটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তির অভিযোগ। সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের হাত থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে অণ্ডালের কাজোড়া এলাকায়। আহত যুবকের নাম জয় কুমার। অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের নাম সঞ্জয় সিং।

আহত যুবকের বাবা বিনোদ কুমার জানান, তাঁর ছেলে পড়াশোনার পাশাপাশি গ্যারেজের মেকানিকের কাজ করেন। গত বৃহস্পতিবার তাঁর ছেলে দেখেন যে, এক বন্ধুকে কয়েকজন মিলে মারধর করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন। জয় কুমার ঝামেলা দেখে মধ্যস্থতা করে ঝামেলা মেটাতে যান। অভিযোগ, সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় সিং তখন জয়ের ওপর আক্রমণ করেন। সিভিক ভলেন্টিয়ারের মারের চোটে তাঁর ছেলের নাক মুখ ফেটে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। চড় ঘুষির ফলে জয়ের মাথা, মুখ ও বুকে আঘাত লাগে। আহত জয়কে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় খান্দরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আঘাত গুরুতর থাকায় সেখান থেকে শুক্রবার নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসা চলছে জয়ের।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবক গ্রেপ্তার: আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃত যুবককে শনিবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত যুবকের নাম শেখ রাজ্জাক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের টাউন স্কুলের কাছে কোর্ট চত্বরের সামনে থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ ওই যুবককে আটক করে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃত যুবককে তল্লাশি চালিয়ে একটি নাইন এমএম পিস্তল সহ ৩ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ।

রথযাত্রা-মহরমে শব্দবাজি, ডিজে, অস্ত্র মিছিলে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড: হারবার রথযাত্রা এবং মহরমের অনুষ্ঠানে শব্দবাজি ও ডিজে বন্ধের পাশাপাশি অস্ত্র মিছিলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করল পুলিশ। শনিবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্রভবনে মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত সমন্বয় সভায় এমনই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে, রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল সহ আটটি থানার পুলিশ আধিকারিক, বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিরা। প্রায় ২৫০টি মহরম ও রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে পুলিশের তরফে নির্দেশিকা তুলে দেওয়া হয়। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, 'প্রতিটি অনুষ্ঠানই আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠান মানে মিলনের উৎসব। তাই সেগুলি যেমন ভাবে পালিত হয় হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত হয় সেদিকে নজর থাকছে।

বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে পদযাত্রা ও সিন্দ্রাণী বাজারে নির্বাচনী জনসভায় অংশ গ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সহ বিধায়কগণ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাড়ির সামনে রাজ্য সড়কের ওপর থেকে এক ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসে ইন্দাস থানার পুলিশ।

বাঁকুড়ার জেলার ইন্দাস থানার রোল বকুলতলা এলাকায় রাজ্য সড়কের ওপর থেকে এক ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম মাধব দে। বয়স আনুমানিক ৫২ বছর। বাড়ি রোল বকুলতলা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মাধব দে টোটো চালাতেন এবং চায়ের দোকান করতেন। মাকে নিয়েই নিজের বাড়িতেই ছিলেন। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান এবং মধ্যরাতে বাড়ির সামনে রাজ্য সড়কের ওপর তার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ইন্দাস থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে নাকি তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইন্দাস থানার পুলিশ । মাধব দের মেয়ে তনুশ্রী দের অভিযোগ, তাঁর বাবাকে মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শচীন দেব বর্মন, শ্যামল মিত্র, রাহুল দেব বর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার এবং মান্না দেকে গানে গানে শ্রদ্ধা জানাতে সিউড়ি রবীন্দ্রসদনে শুরু হল শ্রদ্ধাঞ্জলি শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বরেণ্য শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানান তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ দপ্তরের আধিকারিকরা।

ভদ্রেশ্বরে শ্বশুরের বিরুদ্ধে বউমাকে গলায় কাটারির কোপে হত্যার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভদ্রেশ্বর: দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ঘুমানোর সময় আচমকা ঘরে কাটারি হাতে ঢুকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বউমার গলায় একের পর এক কোপ মারার অভিযোগ উঠল শ্বশুরের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি হুগলির ভদ্রেশ্বর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পাল পাড়া এলাকার।

পাল পাড়াতেই থাকতেন মিঠু মিত্র (২৯)। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, তাঁর স্বামী নীলাংশু শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। আর সেই সময়েই কাটারি হাতে ঘরে ঢুকে আসেন শ্বশুর হিমাংশু মিত্র। মিঠুর গলায় এলোপাথারি কোপ মারতে থাকেন বলে অভিযোগ। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। চিৎকার শুরু করে দেয় তাঁর দশ বছরের মেয়ে। ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান শ্বশুর। স্ত্রী মিঠুকে রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর যায় পুলিশে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ।

তবে কেন আচমকা তিনি এ কাজ করলেন তাঁর কোনও সদুত্তর মেলেনি। জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদেরও। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারণে এমনটা করে থাকতে পারেন হিমাংশু। তাঁর কঠোর শাস্তিরও দাবি উঠেছে। অন্যদিকে মিঠুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ছবি দেখে শিল্পীকে চিঠি প্রধানমন্ত্রীর, আপ্লুত মহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিলই। তাঁর ভালো লাগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে, তাঁর দেশ প্রেমকে। সেই থেকেই মোদির ছবি এঁকে তাঁর কাছে পৌঁছন খাতড়ার মহান। খাতড়ার বাড়িতে এল প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসিত শুভেচ্ছা পত্র।

বাঁকুড়ার খাতড়ার বিবেকানন্দ রোডের উনিশ বছরের যুবক মহান দত্ত বর্তমানে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি কলেজের আইনের ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকার নেশা বরাবরই। প্রশিক্ষণ নিয়ে রঙ পেন্সিলে আঁকতেন প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য থেকে মনীষী ও দেব-দেবীর ছবি। পরে ইউটিউব দেখে স্কেচ শুরু করা। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, ক্রিকেটার বিরাট কোহলি থেকে দেবাদিদেব শিবের বিভিন্ন ধরনের পেন্সিল স্কেচ তৈরি করেন মহান। সুপ্ত বাসনা ছিল প্রধানমন্ত্রীর ছবি যদি তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে মোদির বিভিন্ন সভায় তাঁর ছবি দিতে অনেককেই দেখেন মহান। বিভিন্ন সভায় টেলিভিশনে সেই দৃশ্য দেখে বাবাকে বলেন মহান। পরে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সঙ্ঘের লোকজনের সঙ্গে ওন্দার নিকুঞ্জপুরের রাজনৈতিক সভায় মোদির কাছে ছবি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেন মহানের বাবা। সেখানে গিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর হাতে নিজ হাতে প্রধানমন্ত্রীর আঁকা ছবি তুলে দেন মহান।

সম্প্রতি ডাকযোগে দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এসে পৌঁছয় খাতড়ার বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে। খাম দেখেই বুঝতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর চিঠি। খাম খুলতেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভাসেন পরিবারের সদস্যরা। মোদির দপ্তর থেকে প্রশংসিত চিঠি এসেছে। চিঠিতে শিল্পী মহানের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাঁর এই সুন্দর কাজ যে মোদির হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে সেকথা লেখা রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ যে সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান সে কথা উল্লেখ করে আঁকাও যে এক বড় শিল্প সে কথা বলা রয়েছে। মহানের শিল্প দক্ষতার প্রশংসা করে আগামী দিনে আরও সাফল্য অর্জনের শুভেচ্ছা রয়েছে।

শিল্পী মহান বলেন, 'অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে আঁকা ছবি পৌঁছে দেওয়ার। সেইমতো ছবি পৌঁছে দিই। কিন্তু এই ভাবে দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসিত চিঠি পাব ভাবিনি।' চিঠি পাওয়ার পরে খুশি পরিবারের সবাই বলে জানান মহান। মহানের বাবা খাতড়া বাজারের অলংকার ব্যবসায়ী মন্টু দত্ত বলেন, 'ছেলের ইচ্ছের সঙ্গে আমি নিজেও আগ্রহ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট ছবি পৌঁছে দিয়েছিলাম। তবে এভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শুভেচ্ছাপত্র আসবে এটা কোনও দিন কল্পনাও করতে পারিনি।'

মোহনের মা রঞ্জু দত্ত জানান, পড়াশোনায় বরাবরই ভালো। ছেলের ছোট থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের চিঠি দেখে তিনি নিজেও বিস্মিত। মহানের প্রতিবেশী বিলাস মল্লিক জানান, মহান ছোট থেকে ভাল ছবি আঁকে। মহানের আঁকা ছবি দেখে প্রধানমন্ত্রী যে শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়েছেন এটা শুনে মহানের পরিবারের লোকজনদের পাশাপাশি পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই খুবই আনন্দিত।

পিতলের রথের গায়ে চার যুগের ইতিহাস বর্ণিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছর রথযাত্রাকে ঘিরে চরম উন্মাদনা দেখা যায় কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতের অযোধ্যা গ্রামে। গত কয়েকশো বছর ধরে সাড়ম্বরে রথযাত্রার আয়োজন হয়ে আসছে কাঁকসা ব্লকের বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে। এই গ্রামের রথের বিশেষত্ব হল গোটা রথটি পিতলের তৈরি। পিতলের তৈরি রথের গোটা গায়ে চার যুগের ইতিহাস বর্ণিত আছে। প্রতিবছর রথের দিন সকাল থেকে শুরু হয় পুজোপাঠ। যাকে ঘিরে গ্রামের মানুষদের চরম উৎসাহ থাকে প্রতিবছর। প্রতি বছর রথের দিন রথযাত্রা দেখতে এলাকার মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার মানুষ ভিড় জমান অযোধ্যা হাটতলায়।

অযোধ্যা গ্রামের বাসিন্দা লালু রায় জানিয়েছেন, এই গ্রামের রায় পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় মুখোপাধ্যায় পরিবারে। মুখোপাধ্যায় পরিবারের ছেলের লাক্ষা এবং গালার ব্যবসা ছিল। তিনি বীরভূমের ইলামবাজারে এই ব্যবসা করতেন। সেই ব্যবসার একদিনের মুনাফা থেকে পিতলের রথটি তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। একসময় বিশাল আকার রাজপ্রাসাদের মতো তাঁদের বাড়ি ছিল অযোধ্যা গ্রামে। বর্তমানে তাঁর ধ্বংসাবশেষ এখনও গ্রামের মধ্যে অবস্থিত।

সেই গ্রামেই রাখা থাকে এই পিতলের তৈরি রথ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই পিতলের রথে সমুদ্র মন্থন থেকে শুরু করে রাম রাবণের যুদ্ধ সবই খোদাই করা রয়েছে রথের গায়ে।

জানা গিয়েছে, বাংলা সহজ পাঠের অনেক ছবি এই রথের গায়ের ছবি থেকেই নেওয়া হয়েছে। সারা বছর ধরে গ্রামের মানুষ অপেক্ষায় থাকেন এই রথের মেলার জন্য। প্রত্যেক বছর রথের দিন রায় পরিবারের বাড়ি থেকে এই রথ টেনে নিয়ে আসা হয় অযোধ্যা হাটতলায়। গভীর রাত পর্যন্ত এই রথ অযোধ্যা হাটতলায় থাকে। পরে সেটি পুনরায় রায় পরিবারে ফেরত আনা হয়। একই ভাবে উলটো রথের দিনেও রথ টেনে নিয়ে আসা হয় অযোধ্যা হাটতলায়। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো অযোধ্যা হাটতলায় বসে মেলা রথের দিন যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা এলাকায় মোতায়েন থাকে কাঁকসা থানার পুলিশ।

Ekdin_Page_7_07072024_Layout 1 7/6/2024 11:18 PM Page 1

সোনার দোকানে দেখার নামে গয়না চুরিতে অভিযুক্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন্ পূর্ব বর্ধমান: সোনার দোকানে ঢুকে গয়না দেখার নাম করে সোনার গয়না চুরির অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। শনিবার মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ি পুলিশের তৎপরতাই ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির সাতগেছিয়াতে মন্তেশ্বর রোডের একটি গয়নার দোকানে কাটোয়ার খালপার এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছরের মনোয়ারা বিবি নামের এক মহিলা সোনার গয়না দেখতে ঢোকেন। অভিযোগ, বেশ কিছু সোনার গহনা দেখার সময় ওই মহিলা একজোড়া সোনার কানের দুল চুরি করে নেন। গয়নার হিসেব মেলাতে না পেরে ওই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন দোকানের মালিক। তাতেই চুরি হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হন। তারপরেই ওই মহিলার খোঁজ শুরু হয়।

দোকানের মালিক বিনোদবিহারী দাস শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই মহিলার বিবরণ ও তথ্য প্রমাণ দিয়ে মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানান। এরপর পুলিশ তৎপর হয়ে মেমারির চকদিঘি মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে মনোয়ারা বিবিকে গ্রেপ্তার করে। এদিন আদালতে তোলার সময় মনোয়ারা বিবিকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে একাধিকবার অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা বলেন সাংবাদিকদের সামনে।

শবদাহকারীদের ভিটেই ছিল জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: কবি বলেছিলেন রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম। কিন্তু এই মহাধুমধাম এর মাঝখানেও সমাজের একটা অংশ রথ যাত্রার সময়ে বাস্তবিকই মুখ লুকিয়ে থাকত অতীত সময়ে। তারা হল শবদাহকারী সম্প্রদায়। কিন্তু আজ থেকে ৩০৫ বছর আগে এই সম্প্রদায়কেই কাছে টেনে নিয়েছিল হাওড়ার হুগলির প্রান্তিক এলাকা জয়পুর থানার অমড়াগোড়ি রায় পরিবার। বলা ভালো রায় পরিবার নিজেদের পরিবারের লোকজনদের শবদাহ করার জন্য বাসস্থান তৈরি করে দিয়েছিল এদের। পরিবারের সম্পত্তিতে ঠাঁই দিয়েছিল। আর স্বাভাবিক নিয়মেই রায় পরিবারের কাছে তারা আবদার জানিয়েছিল আরাধ্য শিব মন্দির তৈরি করে দেওয়ার। শিবের মন্দিরে নিয়মিত অর্চনায় মেতে উঠল শবদাহকারী সম্প্রদায়। কিন্তু রথের সময় একদিন হঠাৎ করেই এই সম্প্রদায়ের এলাকাতে পৌঁছে গেল রায় পরিবারের নয় চূড়া বিশিষ্ট রথ। কালক্রমে ওটাই হয়ে উঠল জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মাসির বাড়ি। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মাসির বাড়িতে এসে টানা নয়দিন থাকতেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আর রঘুনাথ। তারপর প্রথা মেনে ফিরে যেত রায় পরিবারের মন্দিরে। কিন্তু কালেরগর্ভে আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে এই শ্রেণির ভিটে। সাক্ষী হয়ে আছে বুড়ো শিব। সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রায় পরিবারের জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা, রঘুনাথরা আর এই ভিটেতে আসে না। সীমাবদ্ধ থাকে মেলার মাঠেই। তাই ইতিহাস আজও গুমরে কেঁদে ওঠে সেই সব অন্ত্যজদের জন্য-ভিটে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার জন্য রথের সময়ে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার পানাগড় বাজারের কমিউনিটি হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, সহ-সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, বিজেপির মহিলা সংগঠনের কর্মীরা এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান জেলা সভাপতি সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি এদিন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী স্মরণীয় করার লক্ষ্য নিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে ৩০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

নদিয়ার সীমান্তে সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও সীমান্তে সোনা উদ্ধার। নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা সহ একজনকে একটি স্কুটি সহ গ্রেপ্তার করেছেন বিএসএফের ৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা।

৫ জুলাই বর্ডার ফাঁড়ির পুট্টিখালীর সীমান্তরক্ষীরা দেখতে পান, মথুরাপুর গ্রামের গভীর এলাকায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি ঠাকুরী গ্রাম থেকে একটি স্কুটিতে করে মথুরাপুর গ্রামের দিকে আসছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার পর তাকে আটক করে সীমান্ত ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয় যেখানে স্কুটি তল্লাশি করে স্কুটির সিটের নীচে রাখা লাগেজ থেকে ২০টি সোনার বিস্কুট ও ২টি সোনার ইট উদ্ধার করা হয়। ধৃত ব্যক্তি নদিয়ার বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে সোনা পাচারকারী স্বীকার করেছে যে উদ্ধার হওয়া সোনা সে বনগাঁয় পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বালিবোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির খানো এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর। দুর্ঘটনার পরই ডাম্পার ছেড়ে পালিয়ে যান ডাম্পারের চালক। মৃত বাইক আরোহীর নাম পরিচয় কিছুই জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ডাম্পারটি দুর্গাপুরের দিক থেকে বর্ধমানের দিকে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের পিছনে ধাক্কা মারলে রাস্তার ওপর বাইক আরোহী পড়ে যান। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় ডাম্পারটি। ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে ডাম্পারে ভাঙচুর চালাবার চেষ্টা চালায়। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃত বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করে গলসি থানার পুলিশ।

বৈধ টোটোর রাশ টানতে লাগু হচ্ছে নতুন আইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অবৈধ ই-রিক্সা, টোটোর রাশ টানতে এবার লাগু হতে চলেছে আরটিওর নয়া নিয়ম। ই-রিক্সা টোটো রাস্তায় চালাতে হলে এবার থেকে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও চালকের লাইসেন্স থাকতে হবে। যেসব রুটে বাস মিনিবাস ও বৈধ ই-রিক্সা চলাচল করে, সেই রুটে ১ আগস্ট থেকে অবৈধ ই-রিক্সা বা টোটো চলাচল করা যাবে না। ই-রিক্সা টোটো কেবলমাত্র চলাচল করতে পারবে আরটিও এবং এআরটিও দ্বারা নির্ধারিত রুটে। ১ আগস্ট থেকে এই নয়া নিয়ম কার্যকর হবে। নিয়ম ভঙ্গকারী ই-রিক্সা টোটোর মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরটিও। শনিবার অণ্ডাল থানার বিভিন্ন এলাকায় ট্র্যাফিক গার্ড পুলিশের পক্ষ থেকে নয়া নিয়মের নির্দেশিকা সম্পর্কে ই-রিক্সা ও টোটো মালিক ও চালকদের সচেতন করতে মাইকিং করা হয়।

কেন্দুয়া শান্তি সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসবে এবছরের থিম মীরায় জাগ্রত মা। একান্নবর্ষে পদার্পন করতে চলেছে এই পূজো। খুঁটি পুজো উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সনামধন্য গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী, বাবুল সুপ্রিয়, ফিরহাদ হাকিম।

রাজ্য জয়েন্টের কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরীক্ষা হয়েছিল এপ্রিলে, জুনের শুরুর দিকেই ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাউন্সেলিং শুরু হতে হতে জুলাই গড়াল। কাউন্সেলিংয়ের নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। শনিবার নেতাজি ইন্ডোরে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস-এর এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন জয়েন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সপ্তাহ অর্থাৎ ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে অনলাইন কাউন্সেলিং। চলবে ৫ আগস্ট পর্যন্ত। ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাতালিকা অনুযায়ী এ রাজ্যের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি নেওয়া হবে সফল পরীক্ষার্থীদের। জয়েন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, 'রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৩৫ হাজার।' শনিবার অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস আয়োজিত 'প্রি-কাউন্সেলিং ফেয়ার' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্য জয়েন্ট বোর্ডের নতুন দায়িত্বে আসা সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ দেন বোর্ডের চেয়ারম্যানও। তাঁরা জানিয়েছেন, রাজ্যের ১০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৯টি রাজ্য সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৬টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-সহ মোট ৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পড়ুয়ারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনার সুযোগ পাবে। ১০ জুলাই থেকে অনলাইন কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে হলে মেধাতালিকায় থাকা পরীক্ষার্থীদের বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। তার পরই কাউন্সেলিংয়ে যোগ দেওয়া যাবে। যাদের নাম মেধাতালিকায় রয়েছে, তারাই অংশ নিতে পারবে। কাউন্সেলিংয়ে যোগ দিলেই বোঝা যাবে, পছন্দের কলেজে পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে কি না। মোট ৬০ টি শাখায় পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বেলেঘাটা থেকে বিশ্ব বাংলা পর্যন্ত ওরেঞ্জ লাইনের কাজ খতিয়ে দেখলেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি।

হেঁটে একুশের মিছিলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সহজ পথে মেট্রো বা বাইকে করে নয়, পায়ে হেঁটে মিছিল করে সবাইকে নিয়ে ধর্মতলা পৌঁছতে হবে। ২১ জুলাই শহিদ তর্পণে ত্যাগের পথেই হাঁটতে হবে, আনন্দ-বিলাস বরদাস্ত নয়, দলের নেতা, কর্মীদের এমনটাই নির্দেশ দিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এবার আর শর্টকাটে মেট্রো করে বা বাইক চড়ে স্টেজে বসার চেষ্টা একদম করা যাবে না। ফিরহাদ হাকিম বলেন, '৩০ বছর হয়ে গেল ধর্মতলার কর্মসূচি। আমি, অরূপ ২৪-২৫ বছর ডোরিনা ক্রসিংয়ে ডিউটি করেছি। বছর ছয়েক হল মঞ্চে ডাক পড়ছে। এখন অনেককে দেখি, মিছিলে লোক না নিয়ে মেট্রো বা বাইকে চেপে সাতসকালে মঞ্চের মুখে গিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। তাঁদের বলছি, শর্টকাট করলে রাজনৈতিক জীবনটাই শর্টকাট হয়ে যাবে। রাস্তায় নেমে কাজ করলে রাজনৈতিক জীবনটাও দীর্ঘ হবে।' দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় তেরাপন্থ ভবনে ফিরহাদের পাশাপাশি 'সুযোগসন্ধানী' দলের উঠতি নেতাদের সমালোচনা করতে দেখা যায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকেও।

ছানি কাটিয়ে নতুন করে চোখের সমস্যায় ৪ রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছানিকাণ্ডে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে স্বাস্থ্য ভবনের। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও চার রোগী সংক্রমণের শিকার হলেন। মেটিয়াবুরুজের হাসপাতালে ছানি কাটিয়ে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০। শনিবার নতুন দুই রোগী সংক্রমণের উপসর্গ নিয়ে যান আরআইও-তে।

এদিকে মেটিয়াবুরুজের হাসপাতালে ওটির প্রোটোকল মানা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। যা সংক্রমণের একটা বড় কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ছানিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে অপারেশন থিয়েটার বা ওটির প্রোটোকল। আতস কাচের তলায় রয়েছে অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত ওষুধও। এরই মধ্যে সংক্রমণের শিকার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাড়ায় অস্বস্তি স্বাস্থ্য দফতর।

রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অবথ্যালমোলজি বা আরআইওতে আসা রোগীর আত্মীয়রা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এক রোগীর আত্মীয়ের কথায়, 'মা কি চোখ ফিরে পাবে আর? কালকে বলল শেষ অপারেশন, আর কিছু করতে হবে না। পরে যা হবে ওষুধেই হবে। জানি না কী হবে।' আরেক রোগীর আত্মীয়ের প্রশ্ন, '২৭ জুন যা হয়েছে, ২৮ জুনও তার পুনরাবৃত্তি কেন হল? ১ থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত মেডিক্যালে এসেছি ভাল কিছু হবে বলে, সেই একই অবস্থা।'

আরআইও-এর প্রাক্তন অধিকর্তা গৌতম ভাদুড়ি বলেন, 'ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন হলে রাতারাতি তা ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তো অনেকে দু'দিন পর আসছেন। হতে পারে ফাঙ্গাল ইনফেকশন।' তবে এই ধরনের সংক্রমণ বিভিন্ন কারণেই হতে পারে।

পাথরের তৈরি বাঁশিতে সুরের মূর্ছনা

শুশুনিয়ার শিল্পীর হাতের জাদুতে মোহিত সকলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৈয়দ মফিজুল হোদা,বাঁকুড়া বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার এক শিল্পী গোটা একটা পাথরকে কেটে তৈরি করেছেন একটি বাঁশি। বাঁশির গায়ে খোদাই করা রয়েছে অপূর্ব সব কারুকার্য। আর বাঁশির মতই সুন্দর সুর তোলা যায় পাথরের এই বাঁশি দিয়েও। পাথর দিয়ে তৈরি হলেও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পাথরের ভিতরটা খোদাই করে বাঁশির তৈরি করা হয়েছে যা দিয়ে মনোরম সুরের মূর্ছনা তোলা যায়। শুশুনিয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিল্প পাথর শিল্প। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ যুক্ত পাথরের নানান মূর্তি তৈরির শিল্পের সঙ্গে। পাথর শিল্পী অভীক কর্মকার প্রায় ২১০ দিন ধরে ধৈর্যের সঙ্গে পাথর খোদাই করে বানিয়েছেন এই বাঁশিটি। অপূর্ব দর্শন এই বাঁশির জন্য ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগ অধিকার পশ্চিমবঙ্গ কারুশিল্প প্রতিযোগিতা ২০২৩-২০২৪ এ বাঁকুড়ার শিল্পী অভীক কর্মকার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এছাড়াও এই বাঁশি রাজ্য স্তরেও পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার এই পাথর শিল্পীর তৈরি করা আশ্চর্য বাঁশিটি দেখে অবাক হবেন আপনিও।

পাথরের তৈরি হলেও ওজনে বেশ হালকা এই বাঁশিটি। বাঁশির গায়ে খোদাই করা রয়েছে শ্রী কৃষ্ণের জীবনের বেশ কিছু অংশ। এই বিষয়ে শিল্পী অভীক কর্মকার বলেন, বাঁশি মানেই কৃষ্ণ। সেই কারণেই কংশ বধ থেকে শুরু করে শ্রী কৃষ্ণের অবতার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পাথরের বাঁশিতে। পাথরের মধ্যেও যে বাঁশির সুর আনা সম্ভব সেটাই ভাবতে পারেননি শিল্পী নিজেই। এক প্রকার পরীক্ষামূলক ভাবে তৈরি করার পর তিনি বুঝতে পারেন যে এই বাঁশি বাজিয়ে তোলা যায় সুরের মূর্ছনা।

অপারেশনের পরও কাটেনি আচ্ছন্নতা: বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি মুকুল রায়। শনিবার দুপুর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা পোস্ট ঘুরে বেরাচ্ছে। এরইমধ্যে বাবাকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়। মুকুলকে দেখে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখে মুখি হন তিনি। আপডেট দেন বাবার শারীরিক অবস্থা নিয়ে। শুভ্রাংশু বলেন, 'আমি একটু আগেই গিয়েছিলাম। হালকা রেসপন্স করলেন। আইসিইউ-এ রয়েছেন, অক্সিজেন চলছে। অপারেশন হওয়ার পর ভেন্টিলেশনে ছিলেন। সেখান থেকে বের করা হয়েছে গতকালই। এখনও ক্রিটিকাল অবস্থা, তবে স্থিতিশীল। যেমন অবস্থায় আনা হয়েছিল এখানে, অনেকটা ভাল। ডাক্তাররা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। যদিও এখনও সেভাবে জ্ঞান ফেরেনি। কিন্তু ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন। রাইলস টিউবে খাবার খাচ্ছেন। যেহেতু ব্রেনের অপারেশন তাই চিকিৎসকরা বলছেন সময় লাগবে।'

বুধবার কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান মুকুল রায়। ভর্তি করা হয় কলকাতায় বেসরকারি হাসপাতালে। শুক্রবারই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে নিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice

NIT No.11/24-25,dt.05/07/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 3 nos) Total Amount Rs. 20,56,346.00/-. Last date of documents Downloading & bid sub. For both NIT 13/07/2024 upto 12-00 a.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad
NIET No. 07/15th CFC/ 2024-25 Memo No. 143/JGP/2024
1. Droppings starts from **06/07/2024 at 10:00 hours (IST)**
2. Droppings ends at, **22/07/2024 at 12:00 hours (IST)**
3. Technical bid opens at **24/07/2024 at 12:00 hours.**
4. Financial bids open will be shown in **"wbtenders.gov.in"**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad
NIET No. 08/15th CFC/ 2024-25 Memo No. 145/JGP/2024. NIET No. 09/15th CFC/ 2024-25 Memo No. 146/JGP/2024
1. Droppings starts from **06/07/2024 at 10:00 hours (IST)**
2. Droppings ends at, **16/07/2024 at 12:00 hours (IST)**
3. Technical bid opens at **18/07/2024 at 12:00 hours.**
4. Financial bids open will be shown in **"wbtenders.gov.in"**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: -01/GGP/CFC (UN-TIED)/ 2024-25, & 02/ GGP/15th CFC (TIED)/2024-25,** With Vide Memo No. **148/GGP/2024-25, & 149/GGP/2024-25. Dated:- 05-07-2024,** The Last date for online submission of tender is **12/07/2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
E-Tender invited vide **NIT No. 02/ICGP/15CFC/2024-25** by the Prodhan, Islampur Chak Gram Panchayat, Raninagar-I, Murshidabad. Last date of online bid submission is **13/07/2024 upto 9:30 am.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Islampur Chak Gram Panchayat
Islampur, Murshidabad

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 470/DGP & e-NIT No.: 02/DGP/PRO/2024-25, Date: 05.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **05.07.2024 at 04:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **16.07.2024 up to 11:00 AM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **18.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিল রাজার জিম্বাবুয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে হারাতে কেমন লাগে সেটি ভুলতেই বসেছিল জিম্বাবুইয়ানরা। আট বছর আগে ২০১৬ সালে হারারেতে রুদ্ধশ্বাস এক টি-টোয়েন্টিতে ২ রানে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতকে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ছয় ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই হেরেছিল জিম্বাবুইয়ানরা। সেই জিম্বাবুয়ে আট বছর পর আজ আবার ভারতকে হারিয়েছে। হারারেতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ১৩ রানে হারিয়েছে সিকান্দার রাজার দল।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা অবশ্য দ্বিতীয় সারির দলই পাঠিয়েছে জিম্বাবুয়েতে। বিশ্বকাপজয়ী দলের কেউই ছিলেন না এই ম্যাচে। এই ম্যাচে ভারতের অধিনায়কত্ব শুবমান গিল ও ব্যাটসম্যান রিংকু সিং ভারতের বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে ছিলেন ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে।

এই তথ্য অবশ্য জিম্বাবুয়ের জয়ের গল্পে ফুটনোট হিসেবেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত তো এটা ভারতের জাতীয় দলই। শেষ ওভারের পঞ্চম বলে ওয়াশিংটন সুন্দর টেন্ডাই চাতারার বলে ব্লেসিং মুজারাবানির হাতে ক্যাচ তুলতেই 'বিশ্বজয়ের' উল্লাসে মাতে জিম্বাবুয়ের খেলোয়াড়েরা।

১১৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করা ভারত ৮৬ রানেই হারিয়ে ফেলে ৯ উইকেট। এরপর সুন্দরের ব্যাটেই রুদ্ধশ্বাস জয়ের স্বপ্ন দেখছিল ভারত। ১৭তম ওভারের শেষ বলে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে মুকেশ কুমারের বিদায়ের পর খলিল আহমেদ নিয়ে ১৬ রানের জুটি গড়েন সুন্দর। উইকেট আগলে রাখতে অবশ্য অনেকবারই সিঙ্গেল-ডাবলস নেননি এই অলরাউন্ডার। তাতে শেষ ওভারে গিয়ে ভারতের জয়ের সমীকরণটা দাঁড়ায় ১৬ রানের। চাতারার প্রথম চার বলে মাত্র ২ রানই নিতে পারেন সুন্দর। তাতে বড় অবদান ছিল জোনাথন ক্যাম্পবেলের দারুণ ফিল্ডিংয়ের। ডান পাশে অনেকটা দৌড়ে একটি চার বাঁচিয়ে দেন ক্যাম্পবেল। এরপর পঞ্চম বলে ক্যাচ তোলেন ৩৪ বলে ২৭ রান করা সুন্দর।

প্রথম ওভারেই জিম্বাবুয়েকে প্রথম উইকেট এনে দেন ব্রায়ান বেনেট। এই পেসারের বলে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে ক্যাচ তোলেন অভিষেক শর্মা। ভারতের হয়ে অভিষেকে ৪ বলে কোনো রান পাননি অভিষেক। পাওয়ার প্লেতেই ২৮ রান তুলতে ৪ উইকেট হারানো ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন গিল। ২৯ বলে ৫ চারে এই রান করার পর প্রতিপক্ষ অধিনায়ক সিকান্দার রাজার বলে বোল্ড হন ভারত অধিনায়ক। ১১তম ওভারে দলকে ৪৭ রানে রেখে ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন গিল।

রাজা পরে ফিরিয়েছেন রবি বিষ্ণয় ও মুকেশ কুমারকেও। ২৫ রানে ৩ উইকেট নেওয়া রাজা এর আগে ব্যাট হাতেও করেন ১৭ রান। স্বল্প রানের ম্যাচে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচসেরা জিম্বাবুয়ে অধিনায়কই।

এর আগে জিম্বাবুয়ে করে ৯ উইকেটে ১১৫ রান। ২৫ বলে সর্বোচ্চ ২৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন সাতে নামা ক্লাইভ মাদান্দে। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মেরেছেন ৪টি চার। এ ছাড়া ২০-এর ঘরে রান করেছেন ওপেনার ওয়েসলি মাধেভেরে (২২ বলে ২১), ব্রায়ান বেনেট (১৫ বলে ২২), ডিওন মায়ার্স (২২ বলে ২৩)।

ভারতের লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণয় ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২৫ ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে বিষ্ণয়ের এটিই সেরা বোলিং। এর আগে ২০২২ সালে লডারহিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন ২৩ বছর বয়সী স্পিনার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিষ্ণয়ের ৪ উইকেট এই দুইবারই। এ ছাড়া ওয়াশিংটন সুন্দর ১১ রানে উইকেট নেন।

সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ হারারেতেই।

হারের কারণ খুঁজছেন শুভমন, নিজের উপর রাগ কমছে না অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি:অধিনায়ক হিসাবে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি হারতে হয়েছে শুভমন গিলকে। ১১৬ রান তাড়া করতে পারেননি তাঁরা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার সাত দিনের মধ্যেই লজ্জার হার হয়েছে দলের। এই হার মেনে নিতে পারছেন না শুভমন। হারের কারণ খুঁজছেন তিনি। নিজের আউট হওয়ার ধরন নিয়েও হতাশ তিনি।

বিশ্বকাপে খেলা ক্রিকেটারদের অধিকাংশই এই সিরিজে নেই। প্রায় সবাই তরুণ ক্রিকেটার। যদিও শুভমন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রিঙ্কু সিংহদের অভিজ্ঞতা কম নয়। কিন্তু জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দেখে মনে হয়নি, জেতার চেষ্টা করছে ভারত। দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে আউট হয়েছেন ব্যাটারেরা। কেন এমনটা হল সেটাই ধরতে পারছেন না শুভমন।

খেলা শেষে ভারত অধিনায়ক বলেন, তইনিংসের মাঝপথেই ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। আমি শেষ পর্যন্ত থাকলে ভাল হত। খুব খারাপ ভাবে আউট হয়েছি। ওই শট খেলা উচিত হয়নি। আমি থাকলে হয়তো জিততে পারতাম। দলের সকলের ব্যাটিং দেখে আমি হতাশ। যদি ১১৫ রান করতে নেমে ১০ নম্বর ব্যাটারের উপর নির্ভর করতে হয় তা হলে বুঝতে হবে, কোথাও ভুল হচ্ছে। কেন হারলাম, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।

সহজেই ম্যাচ জেতা উচিত ছিল বলে মনে করেন শুভমন। তাঁরা সেই পরিকল্পনা করেই নেমেছিলেন। কিন্তু কাজে করে দেখাতে পারেননি। শুভমন বলেন, তআমরা ভাল বল করেছি। কিন্তু ফিল্ডিং ভাল হয়নি। সবাই খুব তাড়াহুড়ো করছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম, সময় নিয়ে খেলব। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারিনি।

টি-টোয়েন্টিতে লজ্জার নজির গড়েছেন শুভমনেরা। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কম রান তাড়া করতে নেমে হেরেছেন তাঁরা। এত কম রান তাড়া করতে নেমে এর আগে ভারত হারেনি। তাই শুভমন আরও হতাশ হয়ে পড়েছেন। এখন দেখার দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত জয়ে ফিরতে পারে কি না।

নিষ্প্রভ রোনালদোই কি ডোবালেন পর্তুগালকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: থিও হার্নান্দেজ যখ ন টাইব্রেকারে শেষ শটটি নিতে আসছিলেন, তখনো হয়তো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশ্বাস ছিল, কিছু একটা হতে পারে। এই দিয়োগো কস্তাই তো দুই দিন আগে টানা তিন পেনাল্টি শট ঠেকিয়ে দায়মুক্তি দিয়েছিলেন রোনালদোকে। আজও কি তেমন কিছু হবে? কিন্তু এবার আর হলো না। হার্নান্দেজ ভুল করেননি।

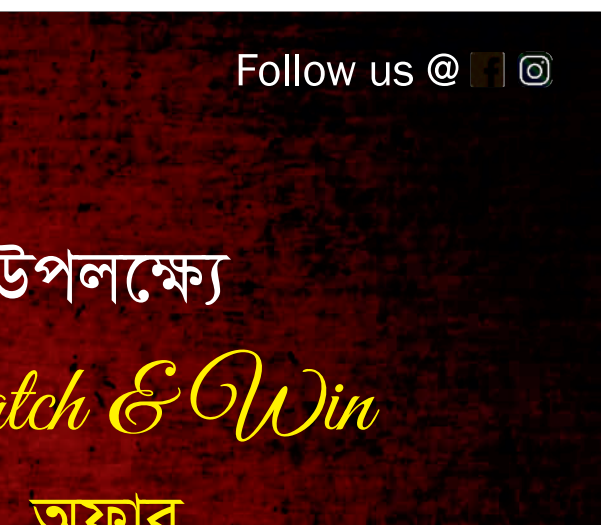

রোনালদো অবশ্য গোধূলিবেলায় এসে সে লড়াইটাই লড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন আর কই! বরং ৪০ ছুঁই ছুঁই শেষ বেলায় তাঁর জোর করে টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা পর্তুগালকে ডোবাল কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। এমনকি রোনালদোকে কৌশলী হয়ে খেলালে ইউরোতে পর্তুগালের টিকে থাকার সম্ভাবনা আরও বাড়ত বলেও মনে করেন কেউ কেউ।

হার্নান্দেজের লক্ষ্যভেদ ফ্রান্সকে ইউরোর সেমিফাইনালে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোনালদোর ইউরো,অধ্যায়েরও ইতি টেনে দিয়েছে। ম্যাচ শেষে আগের দিনের মতো কান্নায় ভেঙে পড়েননি। তবে পর্তুগিজ মহাতারকার বিধ্বস্ত মুখ চ্ছবিই বলে দিচ্ছিল, ভেতরটা ধসে পড়েছে তাঁর। চেষ্টা করেও যেন আড়াল করতে পারছেন না কান্না।

এভাবে ইউরোর সমাপ্তিটা হয়তো কল্পনা করে আসেননি 'সিআর সেভেন'। কিন্তু নিয়তির সঙ্গে কে আর লড়তে পারে!

জর্জিয়ার বিপক্ষে শেষ ২৫ মিনিট বাদ দিলে পর্তুগালের হয়ে প্রতিটি মিনিট মাঠে ছিলেন রোনালদো। কিন্তু বিপরীত পরিসংখ্যান হতাশা জাগানো। রোনালদো এই টুর্নামেন্টে ২৩টি শট নিয়েও কোনো গোলের দেখা পাননি। ১৯৮০ সালে গ্রুপ পর্ব চালুর পর যা কোনো খেলোয়াড়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শটে গোলহীন থাকার ঘটনা। কোনো গোল না করা রোনালদোর প্রত্যাশিত গোল (এক্সপেক্টেড গোল) ৩.৫১, যা ১৯৮০ সাল থেকে পুরুষদের কোনো প্রধান টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**